গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
জাহাজ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং- ১৮.০০.০০০০.০২৪.২২.০০১.১৮(অংশ-১)-৭৮

তারিখ: /০২/২০২১ খ্রিঃ।

বিজ্ঞপ্তি

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'The Inland shipping Ordinance, 1976' কে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করে 'অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল আইন, ২০২১' এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। উহা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.mos.gov.bd) এতদ্বারা প্রকাশ করা হল। প্রণীত আইনটির খসড়ার উপর মতামত আগামী ০৪-০৩-২০২১ তারিখ এর মধ্যে সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবর লিখিতভাবে ডাকযোগে অথবা ই-মেইলে (secretary@mos.gov.bd) প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

২৭.২.২১

(মোঃ শেখ শহিদুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৫০৭৮৬।

অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল আইন ২০২১

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলসীমায় নিরাপদ ও দূষণমুক্ত নৌ চলাচল নিশ্চিতকল্পে প্রস্তাবিত আইন

MARINECARE Consultants Bangladesh Ltd.

অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচলআইন ২০২১

অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল আইন ২০১৯ প্রনয়নের লক্ষ্যে নৌ পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এ সংক্রান্ত বিলটি অধিকতর যুগউপযোগী করার নিমিত্তে স্টেকহোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের মতামত এবং অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহনের বর্তমান প্রেক্ষিত বিবেচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনী সহআইনটিতে নিম্নোক্ত নুতন বিষয় সমুহ সংযোজন করা হয়েছেঃ

১। আইনটি কাহার প্রতি প্রযোজ্য তা ধারা ১(৩) এ উল্লেখ করা হয়েছে।

২। আইনটি কে কীভাবে প্রয়োগ করবে তা ধারা ২তে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

৩। নৌযান জরিপ যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্তে জরিপ ষ্টেশন স্থাপনের বিধান ধারা ৫ এ রাখা হয়েছে ।

৪। কোন্ নৌযানের নকশা কে অনুমোদন করবে তা সুনিদৃষ্ট ভাবে ধারা ৭ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৫। নৌযান নির্মাণ পরিবর্তন পুননির্মাণ অথবা রূপান্তর সম্পন্নে প্যানেল সুপারভাইজারদের ভুমিকা ধারা ৮ ৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৬। ক্লাসিফিকেশন সোসাইটিরস্বীকৃতি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমেপ্রদান করার ও সকল স্বীকৃত ক্লাসিফিকেশন সোসাইটির কার্যক্রম সুনিদৃষ্ট পদ্বতি অনুসরণপূর্বক নিয়মিত মনিটরিং করার বিধান ধারা ৯ ৩ এ রাখা হয়েছে।

৭। নৌযান সার্ভের পর মাষ্টার ড্রাইভার ও মালিক কর্তৃক রক্ষনাবেক্ষন করার বিধান ধারা ১২ ৪ এ অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

৮। নৌযান নিবন্ধনের পূর্বেটনেজ ও ফ্রি বোঁড র্মাক নির্ধারন করার বিধান ধারা ২১ ১ এ রাখা হয়েছে।

৯। আমদানিকৃত নৌযানের রেজিস্ট্রেশনে বিল অফ এন্ট্রি ও নৌপরিবহন অধিদপ্তরের অনাপত্তি দাখিল করার বিধান ধারা ২১ ৩ এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১০। চল্লিশ বছরের পুরানো নৌযান ফেইজআউট করা বিধান ধারা ৩৪ ৫ এ রাখা হয়েছে।

১১। প্রোটোকল চুক্তির নৌযান চলাচলের জন্য সনদ স্বীকৃতি দেওয়ার বিধান ধারা ৩৬ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১২। মাষ্টর ড্রাইভারদের যোগ্যতা সনদ ৫ বছর অন্তর নবায়ন করার বিধান ধারা ৩৮ ৩ এঅন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৩। নাবিকদের কর্মঘন্টা প্রশিক্ষন মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারন করার বিধান ধারা ৪০ ১ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪। সকল অভ্যন্তরীণ নৌযানের নাবিকদেরনিবন্ধন করার বিধান ধারা ৪১ এ রাখা হয়েছে ।

১৫। নকল সনদ রোধ করার বিধান ধারা ৪৪ ২ এ যুক্ত করা হয়েছে।

১৬। নৌ দুর্ঘটনার তদন্ত নিরপেক্ষ ও প্রশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন করার বিধান ধারা ৪৯ ১ গ তে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

১৭। ফৌজদারী অপরাধের তদন্ত পুলিশ কর্তৃক করার বিধান ধারা ৪৯ ৩ খ তে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

১৮। এই আইনের অধীন জরিমানা এডমিনিষ্ট্রেটিভ কার্যক্রমের মাধ্যমে দ্রুত কার্যকর করার বিধান ধারা ৫১ ৫ এ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

১৯। নৌযানে নিরাপদ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সিষ্টেম চালু করার বিধান ধারা ৬২(২) এর মাধ্যমে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

২০) নৌযান কোম্পানিতে নিরাপদ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সিষ্টেম চালু করার বিধান ধারা ৬২(৪) এঅন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

২১। বিপদজনক মালামাল পরিবহনে অনুসরণ করার বিধান ধারা ৬৪ ১ এ রাখা হয়েছে।

২২। নৌপথের উপর দিয়ে ক্যাবেল অতিক্রম বা ব্রীজ নির্মাণ করার পূর্বে বিআইডব্লিউটিএর অনুমতি গ্রহনের বিধান ধারা ৬৫ ১ এ সংযুক্ত করা হয়েছে।

২৩। যাত্রীবাহী নৌযানে নিরাপদে আরোহন ও অবতরনের বিধান বিধি ৬৬ ২ এ অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

২৪। গ্রেইন তেল গ্যাস পরিবহনে SOLAS 1974 অনুসরন করার বিধান ধারা ৬৭ ২ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

২৫। ১০০ গ্রসটনের অধিক সকল অভ্যন্তরীণ নৌযানেরদায় সংক্রান্ত বীমা গ্রহনের বিধান ধারা ৬৮ ২ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

২৬। নদী দূষণ প্রতিরোধের বিধান নৌযান নদীবন্দর ডকইয়ার্ড শিপইয়ার্ড স্লীপওয়ে বন্দর টার্মিনাল ও ডিপোর জন্য ধারা ৭১ ১ এর মাধ্যমে বাধ্যতামুলক করা হয়েছে।

২৭। নৌযানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার বিধান ধারা ৭১ ৬ এর মাধ্যমে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

২৮। নদীতে কোন বর্জ্য নিক্ষেপের উপর নিষেধাজ্ঞা ধারা ৭১ ৮ এর মাধ্যমে আরোপ করা হয়েছে।

২৯। দূষণ প্রতিরোধে ভারী তেল বহনকারী ট্যাংকারে লাইট তেল বহন করার উপর বিধিনিষেধ ধারা ৭১ ৯ এর মাধ্যমে আরোপ করা হয়েছে।

৩০। সিংগেল হাল ট্যাংকার ব্যবহার ২০২২ সালের পর বন্ধ করার বিধান ধারা ৭১ ১০ এ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

৩১। পরিবেশ দূষণের ঘটনা রিপোর্ট করার বিধান ধারা ৭২ এ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

৩২। এই আইনের অধীন বিভিন্ন দন্ড যুক্তিসংগত ভাবে প্রয়োগের নিমিত্তে ধারা ৭৩ এ সকল ধরনের দন্ডকে ৫টি শেনীতে ভাগ করা হয়েছে।

৩৩। অভ্যন্তরীণ নৌপথ দূষ ণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নাবিক নিবন্ধন নূন্যতম নাবিক সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে বিধি প্রনয়নের বিধান ধারা ৯২ তে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত আইনটির ধারাসমুহের বিন্যাস নিম্নরুপঃ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
সূচনা

ধারা   বিষয়

১।   সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ
২। বাস্তবায়ন ও পরিচালনা
৩।   সংজ্ঞা

দ্বিতীয় অধ্যায়
নৌযান নিবন্ধন এবং জরিপ ইত্যাদি

৪।   অভ্যন্তরীণ নৌযানসমূহের জরিপ এবং নিবন্ধন
৫।   জরিপ ও নিবন্ধনের স্থান জরিপকারক ও নিবন্ধক নিয়োগ ইত্যাদি
৬।   জরিপকারক পরিদর্শক ও নিবন্ধকের ক্ষমতা
৭।   অভ্যন্তরীণ নৌযানের নকশা   এবং নির্মাণ পরিকল্পনা   অনুমোদন
৮।   নির্মাণ জরিপ ইত্যাদি
৯।   ক্লাসিফিকেশন সোসাইটিকে দায়িত্ব অর্পন ইত্যাদি
১০।   জাহাজ চিহ্নিত করণ
১১।   জরিপ ফি ইত্যাদি
১২।   জরিপকারকের ঘোষণা
১৩।   জরিপ সনদ প্রদান সংক্রান্ত বিধান
১৪।   জরিপ সনদ নৌযানের দৃষ্টি আকর্ষণকারী স্থানে ঝুলাইয়া রাখা সংক্রান্ত বিধান
১৫।   জরিপ সনদের মেয়াদ
১৬।   জরিপ সনদ নবায়ন
১৭।   মেয়াদ উত্তীর্ণ ও বাতিলকৃত সনদ জমা প্রদান
১৮।   একাধিক জরিপকারক কর্তৃক নৌযান জরিপ করানোর ক্ষেত্রে মহাপরিচালকের ক্ষমতা
১৯।   মহাপরিচালক কর্তৃক দ্বিতীয় জরিপের আদেশ প্রদানের ক্ষমতা
২০।   একাধিক জরিপকারকের কার্যপদ্ধতি
২১।   নিবন্ধনের জন্য আবেদন
২২।   নিবন্ধন
২৩।   নিবন্ধন নম্বর প্রদর্শন
২৪।   নিবন্ধন বই সংরক্ষণ
২৫।   নৌযানে নিবন্ধন সনদ সংরক্ষণ
২৬।   নিবন্ধন সনদ হারানোর ক্ষেত্রে বিধান
২৭।   নৌযান হারানো ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রদান

২৮। মালিকানা পরিবর্তন
২৯। বাংলাদেশের বাহিরে অর্জিত মালিকানা সম্পর্কে নিবন্ধককে অবহিতকরণ
৩০। নিবন্ধনকৃত অভ্যন্তরীণ নৌযান হস্তান্তর
৩১। বাংলাদেশী নাগরিকের নিকট হস্তান্তরিত নৌযানের নিবন্ধন
৩২। নিবন্ধিত Registration নৌযান হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিক্রয় দলিল হারানো সংক্রান্ত বিধান
৩৩। রূপান্তরিত Altered নৌযান পুনঃনিবন্ধন সংক্রান্ত বিধান
৩৪। নিবন্ধন সনদের মেয়াদ ইত্যাদি
৩৫। নিবন্ধন ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল
৩৬। জরিপ ও নিবন্ধন ও অন্যান্য সনদের পারস্পরিক স্বীকৃতি

তৃতীয় অধ্যায়
নৌযানের শ্রেণিবিভাগ নাবিক নিয়োগ পরীক্ষা এবং সনদায়ন

৩৭। অভ্যন্তরীণ নৌযানের শ্রেণিবিভাগ
৩৮। যোগ্যতার সনদ
৩৯। অভ্যন্তরীণ নৌযানের সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা
৪০। অভ্যন্তরীণ নৌযানের নাবিকদের কর্মঘন্টা প্রশিক্ষন পোশাক পরিচয় পত্র ইত্যাদি
৪১। অভ্যন্তরীণ নৌযানের নাবিক নিবন্ধন
৪২। পরীক্ষক নিয়োগ
৪৩। যোগ্যতা সনদ মঞ্জুর
৪৪। সনদ ও অনুলিপি প্রণয়ন ও অবৈধ সনদ..
৪৫। সনদ হানি
৪৬। সনদ স্থগিত ও বাতিলকরণ
৪৭। নাবিকদের অদক্ষতা ও অসদাচরণের কারণে জানমালের ক্ষয়ক্ষতিসংক্রান্ত বিধান

চতুর্থ অধ্যায়
নৌ দুর্ঘটনা তদন্ত বিচার আদালত গঠন ইত্যাদি

৪৮। নৌ দুর্ঘটনা এবং উহার প্রতিবেদন প্রদান সংক্রান্ত বিধান
৪৯। নৌ দুর্ঘটনার তদন্ত
৫০। অপরাধসমূহের বিচার
৫১। নৌ আদালতের গঠন ইত্যাদি
৫২। নৌ আদালত যুগ্মজেলা ও দায়রা জজের ক্ষমতা সম্পন্ন হইবে...
৫৩। বিচার পদ্ধতি
৫৪। অযোগ্যতার অভিযোগ তদন্তের ক্ষমতা ইত্যাদি
৫৫। আদালতের বিশেষ ক্ষমতা
৫৬। আদালত কর্তৃক সরকারের নিকট প্রতিবেদন প্রদান

পঞ্চম অধ্যায়
নৌযান ও যাত্রীদের সুরক্ষা

৫৭। রুট পারমিট সময়সূচি ভাড়ার তালিকা এবং মুদ্রিত টিকেট ব্যতীত নৌ যাত্রা নিষিদ্ধ
৫৮। অনুমতি ব্যতীত বে ক্রসিং ও উপকূলীয় এলাকায় অভ্যন্তরীণ নৌযান চলাচল নিষিদ্ধ
৫৯। বেতার যোগাযোগ ও নেভিগেশন যন্ত্রপাতি ব্যতীত নৌ যাত্রা নিষিদ্ধ
৬০। ঝড়ের সংকেত থাকাবস্থায় নৌ যাত্রা নিষিদ্ধ
৬১। দুর্ঘটনাকবলিত জাহাজকে সাহায্য প্রদান
৬২। নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা
৬৩। সংঘর্ষ ইত্যাদি এড়ানোর বিধান অনুসরণ
৬৪। বিপদজনক মালামাল পরিবহন
৬৫। নৌ পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ
৬৬। যাত্রীবাহী নৌযানে অতিরিক্ত যাত্রী এবং উপরের ডেকে মালামাল বহন না করা ইত্যাদি
৬৭। পণ্যবাহী নৌযানে ঝুঁকিপূর্ণভাবে মালামাল বহন না করা
৬৯। যাত্রী এবং মালের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ভাড়ার হার
৬৮। বীমা অথবা নৌ দুর্ঘটনা ট্রাস্ট ফান্ডে সদস্য হওয়া ব্যতীত নৌযাত্রা নিষিদ্ধ
৭০। যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের ভাড়ার তালিকা প্রকাশ

ষষ্ঠ অধ্যায়
অভ্যন্তরীণ নৌ পথকে দূষণ হইতে রক্ষা

৭১। অভ্যন্তরীণ নৌ পথের পরিবেশ দূষণ নিষিদ্ধ
৭২। পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত রির্পোট

সপ্তম অধ্যায়
অপরাধ ও দন্ড ইত্যাদি

৭৩। বিভিন্ন দন্ডের শেণী বিভাগ
৭৪। ধারা ১০ ৩৪ ৩৯ ৪০ ও ৬১ লংঘনের দন্ড
৭৫। ধারা ১৪ ১৭ ২৩ ২৭ ২৮ ৪৬ ৪৮ ৬৫ ৬৯ ৭০ ও ৬৪ ৬৫ ৬৯ ৭০ ও ৭২ লংঘনের দন্ড
৭৬। ধারা ৪৪ ৬৮ ও ৭১ লংঘনের দন্ড
৭৭। ধারা ৩ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬২ ৬৭ ৮৫ ৮৬ ও ৬৬ লংঘনের দন্ড
৭৮। ধারা ৭ ৮ ৩০ ৬০ ও ৬৩ লংঘনের দন্ড
৭৯। অন্যান্য ধারার এবং এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি লংঘনের দন্ড
৮০। কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন
৮১। মোবাইল কোর্টের এখতিয়ার (
৮২। সম্পত্তি ক্রোকের মাধ্যমে জরিমানা আদায়

অষ্টম অধ্যায়
বিবিধ

৮৩। আইনের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা
৮৪। অভ্যন্তরীণ নৌযানের জরিপকারক ও নিবন্ধক সরকারি কমর্কতা হিসাবে এবং মাস্টারগনপাইলট হিসাবে গন্য হইবেন
৮৫। নৌপথ ও পরিবহন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা
৮৬। মালামাল উঠা নামার সুবিধাদি ইত্যাদি
৮৭। আইনের বিধান পালন নিশ্চিতকরনে পরিদর্শন ও মামলা সংক্রান্ত বিধান
৮৮। ঝুঁকিপূর্ণভাবে চলাচলরত অভ্যন্তরীণ নৌ যানকে অস্থায়ীভাবে আটক
৮৯। নিবন্ধন সনদ অথবা জরিপকারকের সাময়িক চলাচলের অনুমতি সনদ ব্যতীত চলাচলকারী নৌ যান আটকের ক্ষমতা
৯০। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নৌ পুলিশ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সহায়তা গ্রহণ
৯১। ক্ষমতা অর্পণ
৯২। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
৯৩। রহিতকরণ ও হেফাজত
৯৪। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচলআইন ২০২১

Inland Shipping Ordinance, 1976 রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া উহা নতুনভাবে প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত খসড়া আইন

যেহেতু সংবিধান পঞ্চদশ সংশোধন আইন ২০১১ ২০১১ সনের ১৪ নং আইন দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক ফরমান দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তপশিলের ৩ক ও ১৮ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হয় এবং সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং ১০৪৪ ১০৪৫ ২০০৯ এ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান পঞ্চম সংশোধন আইন ১৯৭৯ ১৯৭৯ সনের ১ নং আইন বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পাইয়াছে এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৬ নং আইনের পূর্ণাঙ্গ আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রহিয়াছে এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনাপূর্বক আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে এবং

যেহেতু সরকারের উল্লেখিত সিদ্ধান্তের আলোকে
No. LXXII of 1976) এর বিষয়বস্তু বিবেচনা করত রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া উহা প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়

সেইহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল —

প্রথম অধ্যায়
সূচনা

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ**— ১ এই আইন অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল আইন ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

২ ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে তবে প্রয়োজনে সরকার সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের বিভিন্ন অধ্যায় বা বিভিন্ন ধারা বিভিন্ন নৌযানের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কার্যকর করিতে পারিবে।

৩ ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রয়োগ হইবে।

৪ এই আইন সকল অভ্যন্তরীণ নৌযান এবং অভ্যন্তরীণ জলসীমায় অবস্থিত সকল ধরনের নৌযান ও নৌযানের মালিক মাষ্টার ড্রাইভার নাবিক ও নৌসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সংস্থা বা বন্দর জেটি টার্মিনাল ডিপো ও যে কোন ধরনের ভাসমান স্থাপনার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কার্যকর হইবে। তবে শর্ত থাকে যে এই আইনের কোন কিছুই – প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য স্থাপিত নৌঘাঁটি এবং নৌযান পরিচালনাসহ এতদসংশ্লিষ্ট কোন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

২। বাস্তবায়ন ও পরিচালনা — ১ সরকার এই আইনের প্রয়োগ ও প্রতিপালনের দায়িত্ব বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩ এর ধারা ৪ মোতাবেক স্থাপিত নৌপরিবহন অধিদপ্তরের উপর ন্যাস্ত করিবে তবে প্রয়োজনে এই দায়িত্ব অন্য যে কোন উপযুক্ত সংস্থার উপর ন্যাস্ত করা যাইবে।

২ এই আইনের অধীনে সার্বিক কার্যক্রম তদারকির জন্য সরকার একজন প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ারকে প্রধান করিয়া অভ্যন্তরীণ নৌ নিরাপত্তা প্রশাসন নামে একটি দপ্তর স্থাপন করিতে পারিবে যাহা নৌপরিবহন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রাধীন থাকিবে।

৩ এই আইনের অধীন অভ্যন্তরীণ নৌযানের জরিপ নিবন্ধন ও নৌযান পরিচালনা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার দেশের প্রধান প্রধান নদীবন্দর নৌপ্রধান ও নদীকেন্দ্রিক জেলা ও বিভাগীয় শহর বা উপযুক্ত স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অভ্যন্তরীণ নৌযান জরিপকারক ও নিবন্ধক এর কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে এবং অন্য কোন সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

৪ এই আইনের অধীন নৌযান পরিদর্শনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার একজন প্রধান পরিদর্শকের কার্যালয় ও তাহার নিয়ন্ত্রনাধীন নৌচলাচলের গুরুত্বপুর্ন স্থান সমুহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শকের কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫ উপবিধি ৩ মোতাবেক স্থাপিত অভ্যন্তরীণ নৌযান জরিপকারক ও নিবন্ধক এর কার্যালয়সমুহ ও উপবিধি ৪ মোতাবেক স্থাপিত প্রধান পরিদর্শকের কার্যালয় নৌপরিবহন অধিদপ্তরের অথবা উপবিধি ২ মোতাবেক অভ্যন্তরীণ নৌ নিরাপত্তা প্রশাসন স্থাপিত হইলে উহার নিয়ন্ত্রনাধীন থাকিবে।

৩। **সংজ্ঞা** —বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে—

১ 'অভ্যন্তরীণ নৌযান' অর্থ

ক অভ্যন্তরীণ নৌপথে সাধারনত চলাচলরত সকল প্রকার নৌযান যাহা সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে জ্বালানি বিদ্যুৎ গ্যাস অথবা অন্য কোন যান্ত্রিক শক্তি দ্বারা চালিত

খ পালচালিত নৌযান ডাম্ববার্জ অথবা অন্যান্য যে কোন নৌযান যাহা যন্ত্রচালিত নহে এবং

গ গুন টানা নৌযান ও অন্য কোন নৌযান যাহা যন্ত্রচালিত নৌযান দ্বারা টানিয়া অথবা ঠেলিয়া চালিত হয়

২ 'অভ্যন্তরীণ নৌসীমা' অর্থ বাংলাদেশের স্থল সীমান্ত ও জলসীমার মধ্যে যে কোন নদী খাল হ্রদ অথবা কোন নৌচলাচল উপযোগী বাংলাদেশের নৌপথ এবং জোয়ার ভাটা বিশিষ্ট নৌপথের এইরূপ অংশ যাহা সরকার সময়ে সময়ে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অভ্যন্তরীণ নৌসীমা হিসাবে ঘোষণা করিবে

৩ 'অভ্যন্তরীণ নৌরুট' অর্থ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ অথবা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে ঘোষিত বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌসীমার আওতাধীন বিভিন্ন নৌরুটকে বুঝাইবে

৪ ‘অসদাচরন’ অর্থ’ ইচ্ছাকৃত দায়িত্ব অবহেলা কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিতি মদ্যপান মাদকাসক্তি অশোভন আচরন বা যে কোন ধরনের অনাকাংখিত কার্যক্রমকে বুঝাইবে

(৫) ‘ ’অর্থ আন্তর্জাতিকনৌসংস্থাকর্তৃক গৃহীত বিপদজনক মালামাল পরিবহন সংক্রান্ত বিধান

৬ ‘এক ইউনিট’ অর্থ ১ এক টাকা অথবা সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত অন্য যে কোন পরিমান

৭ ‘কর্তৃপক্ষ ’ অর্থ মহাপরিচালক নৌপরিবহন অধিদপ্তর অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি অথবা সংস্থা

৮ ‘ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি’ অর্থ এই আইনের ৭ ৮ ১২ ও ১৩ ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সংস্থা অথবা সোসাইটি

৯ ‘কোম্পানি’ অর্থ কোম্পানি আইন ১৯৯৪ ১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন অনুযায়ী গঠিত এবং নিবন্ধনকৃত কোন কোম্পানি সংস্থা ফার্ম অথবা এসোসিয়েশন

১০ ‘জরিপ সনদ ’ অর্থ ধারা ১৩ এর অধীন প্রদত্ত জরিপ সনদ

১১ ‘জরিপ’ অর্থ এই আইনের অধীন সম্পাদিত অভ্যন্তরীণ নৌযান জরিপ

১২ ‘জরিপকারক ’ অর্থ এই আইনের অধীন নিযুক্ত অথবা স্বীকৃতজরিপকারক

১৩ ‘দূষণ’বা ‘নৌ পথের পরিবেশ দূষণ’ অর্থ যে কোন বর্জ্য বা পদার্থ দ্বারা নদীর পানি মাটি তীরভূমি বায়ু বা সংলগ্ন এলাকা বাপরিবেশের এমন ক্ষতি সাধন হওয়া যাহাতে পানির স্বাভাবিক রং স্বাদ গন্ধ ও গুনাগুন বিনষ্ট হয় বাতাসের সচ্ছতা ও গুনাগুন বিনষ্ট হয় বা জলজ প্রাণী পশু পাখী উদ্ভিদ গাছপালা বা যে কোন ধরনের সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শব্দ দূষণও পরিবেশ দূষণের অর্ন্তভুক্ত হইবে

১৪ ‘নকশা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান’ অর্থ নৌপরিবহণ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত নৌযানের নকশা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান

১৫) ‘নাবিক’ অর্থ নৌযানে নিয়োজিত যেকোন ব্যক্তি তবে যাত্রী এবং পাইলট ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে না

১৬ ‘নিবন্ধন সনদ ’ অর্থ ধারা ২২ এর অধীন প্রদত্ত নিবন্ধন সনদ

১৭ ‘নির্ধারিত’ অর্থ বিধি অথবা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত

১৮ ‘নিবন্ধক’ অর্থ এই আইনের অধীন নিযুক্ত নিবন্ধক

১৯ ‘নৌসংশ্লিষ্ট স্থাপনা’ অর্থ ডকইয়ার্ড শিপইয়ার্ড স্লিপওয়ে ওয়ার্কশপ ডিপো টার্মিনাল ল্যান্ডিং ষ্টেশন বা অনুরুপস্থাপনা

২০ ‘নৌ পুলিশ’ অর্থ সরকার কর্তৃক ১২ নভেম্বর ২০১৩ সালে গেজেট নোটিফিকেশন নম্বর এম এইচএ ৪৪ ০০ ০০০০ ০৯৬ ০৫ ০১৮ ১১ ৮৪৮ দ্বারা গঠিত পুলিশের বিশেষ শাখা

২১ ‘পরিবর্তন (Modification)’ অর্থ নির্মিত নৌযানের কোন অংশ অথবা যন্ত্রপাতির এইরূপ পরিবর্তন যাহা দ্বারা নৌযানের গ্রসটনেজের অথবা আকৃতির অথবা ইঞ্জিনের শক্তির পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধিত হয়

২২ ‘পয়ঃমল’ অর্থ—

ক পায়খানা প্রস্রাবখানা অথবা স্কাপার হইতে নির্গত যেকোন ধরনের বর্জ্য

খ ওয়াস বেসিন ওয়াস টাব অথবা স্কাপার এর মাধ্যমে চিকিৎসাসংক্রান্ত স্থাপনা dispansary y হইতে নির্গত বর্জ্য

গ জীবজন্তু রাখিবার স্থান হইতে নির্গত বর্জ্য এবং

ঘ দফা ক হইতে গ তে উল্লেখিত বর্জ্যের সহিত মিশ্রিত অন্য যেকোন বর্জ্য

২৩ ‘পরীক্ষক’ অর্থ মহাপরিচালক কর্তৃক নিযুক্ত এইরূপ কর্মকর্তা যিনি অভ্যন্তরীণ নৌযানের সকল ধরনেরযোগ্যতা সনদপরীক্ষা গ্রহণ করেন

২৪ ‘প্যানেল সুপারভাইজার’ অর্থ নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক তালিকাভুক্ত বেসরকারি নেভাল আর্কিটেক্ট যাহারা সংশ্লিষ্ট মালিক কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া নৌযান নির্মাণকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট নৌযানটি অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নির্মাণ হইতেছে কি না তাহা তদারকি করেন

২৫ ‘পুনর্নির্মাণ ’ অর্থ নির্মিত নৌযানেরপূর্বেকার টনেজ দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং ড্রাফটসংক্রান্ত বিবরণঅপরিবর্তিত রাখিয়া উহার হাল এর অনুপযুক্ত অংশ এবং অনুপযুক্ত যন্ত্র ও উপকরণ সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করা যাহার ফলে জরিপকালে নৌযানটির মান নূতন নৌযানের ন্যায় হয়

২৬ ‘প্রোটোকল চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক’ অর্থ ভারত বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তির আর্টিকেল ৮এর আওতায় উভয় দেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথ ব্যবহার করিয়া বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ভারত ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০১৫ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি অথবা পার্শ্ববর্তী কোন দেশের সাথে সম্পাদিত অনুরুপ কোন চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক

২৭ ‘ফৌজদারি কার্যবিধি’ অর্থ (Act No. 1898);

২৮ ‘বিপজ্জনক মালামাল’ অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিপজ্জনক মালামাল হিসাবে ঘোষিত মালামাল এবং আই এম ডি জি কোডে উল্লেখিত মালামাল

২৯ ‘বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য’ অর্থ অভ্যন্তরীণ নৌযানের ক্ষেত্রে ভাড়া পারিশ্রমিক পারিতোষিক অথবা অন্য কোন মূল্যবান প্রতিদানের বিনিময়ে যাত্রী মালামাল অথবা যাত্রী ও মালামাল উভয় পরিবহণ করা অথবা অন্য কোন কার্যে ব্যবহৃত হওয়া

৩০ ‘বিআইডব্লিউটিএ’ অর্থ The Inland Water Transport Authority Ordinance, 1958 (E.P. Ord. No. LXXV এবং এর সংশোধনী প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার কর্তৃক অফিসিয়াল গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে গঠিতবাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ

৩১ ‘ভয়েজ’ অর্থ অভ্যন্তরীণ নৌ পথের অথবা প্রোটোকল চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক এর আওতায় নির্ধারিত নৌপথের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাত্রা

৩২ ‘ভাসমান স্থাপনা’ অর্থ বার্জ মাউন্টেড পাওয়ার প্ল্যান্ট এলএনজি রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট ভাসমান রেষ্টুরেন্ট বা অনুরুপ স্থাপনা

৩৩ ‘ভারী তেল’ অর্থ এইচএফও বা ফার্নেস ওয়েল বা ক্রুড ওয়েল যাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৫ ৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ০ ৮৮ এর বেশী

৩৪ ‘মহাপরিচালক’ অর্থ নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

৩৫ ‘মালিক’ অর্থ নিবন্ধিত অভ্যন্তরীণ নৌযানের ক্ষেত্রে নৌযানের নিবন্ধন বহিতে উল্লেখিত মালিক বা মালিকগনএবং অন্য নৌযানের ক্ষেত্রে উহার প্রকৃত জিম্মাদার

৩৬ ‘মাষ্টার’ অর্থ কোন নৌযানের সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত যোগ্যতা সনদধারী বা যোগ্যতা সনদবিহীন কোন ব্যক্তি এবং দায়িত্বে নিয়োজিত মাষ্টারের অনুপস্থিতিতে অন্য কেহ তাহার দায়িত্ব পালন কালীন সময়ে উভয়কে বুঝাইবে

৩৭ ‘যোগ্যতা সনদ ’ অর্থ এই আইনের ধারা ৩৮ এর অধীন প্রদত্ত যোগ্যতার সনদ এবং সহায়ক সনদসমূহ

৩৮ ‘যাত্রী’ অর্থ কোন ব্যক্তি যাহাকে অভ্যন্তরীণ নৌযানে বহন করা হয় কিন্তু তিনি নৌযানের মাস্টার কর্মকর্তা অথবা নাবিক নহেন

৩৯ ‘রূপান্তর ’ অর্থ নৌযানের প্রকৃতির পরিবর্তন

৪০ ‘সর্বনিম্ন নিরাপদনাবিক সংখ্যা সনদ ’ অর্থ ধারা ৩৯ এর অধীন নির্ধারিত সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সনদ

৪১ ‘সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা ’ অর্থ সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত আঞ্চলিক সামুদ্রিক এলাকা

৪২ ‘ SOLAS 1974’ অর্থ আন্তর্জাতিক নৌ সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ও বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত সমুদ্রে জীবনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত আর্ন্তজাতিক কনভেনশন

৪৩ ‘হালকা তেল’ অর্থ ডিজেল পেট্রোল কেরোসিন ইত্যাদি স্বচ্ছ তেল যাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৫ ৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায়০ ৮৮ বা কম

৪৪ ‘ ড্রাইভার’ অর্থ নৌযানের ইঞ্জিনের সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত যোগ্যতা সনদধারী বা যোগ্যতা সনদবিহীন কোন ব্যক্তি এবং ড্রাইভারের অনুপস্থিতে দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি উভয়কে বুঝাইবে।

৪৪ ‘IMDG CODE ’ অর্থ আন্তর্জাতিক নৌ সংস্থা কর্তৃক গৃহীত বিপদজনক মালামাল পরিবহন সম্পর্কিত কোড

দ্বিতীয় অধ্যায়
নৌযান নিবন্ধন এবং জরিপ ইত্যাদি

৪। **অভ্যন্তরীণ নৌযানসমূহের জরিপ এবং নিবন্ধন** — ১ প্রতিরক্ষা কাজে নিয়োজিত অভ্যন্তরীণ নৌযান ব্যতীত অন্য সকল অভ্যন্তরীণ নৌযান যাহা ১০ মিটার বা তদুর্ধ্ব দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ও স্টিলের তৈরী এবং যাহা অভ্যন্তরীণ নৌ পথে চলাচল করে অথবা চলাচল করিতে ইচ্ছুক অথবা ব্যবহৃতহয়অথবা কোন কার্যে ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক এইরূপ সকল নৌযানকে এই আইনের অধীনে জরিপ এবং নিবন্ধন করিতে হইবে

২ কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান এই আইনের অধীনে জরিপ এবং নিবন্ধন করিতে উহার নকশা ধারা ৭ মোতাবেক অনুমোদিত এবং নির্মাণ ধারা ৮ ৩ মোতাবেক যথাযথ ভাবে সম্পন্নের সনদ গ্রহন করিতে হইবে ও আবেদনকারি মালিককে

ক বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে অথবা

খ বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন কোম্পানি হইতে হইবে অথবা

গ বিদেশী কোম্পানির বাংলাদেশী এজেন্ট হিসাবে স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করিবার অনুমতিপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

৩ নিম্নবর্ণিতক্ষেত্রসমূহেউপধারা ১ এরবিধানপ্রযোজ্যহইবেনা—

ক কোন সমুদ্রগামী নৌযান যাহার বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলসীমায় চলাচলের অধিকার অথবা অনুমতি রহিয়াছে অথবা

খ কাঠের তৈরি দেশীয় নৌযান যাহা শ্যালো ইঞ্জিনসহ সর্বোচ্চ ১৬ বি এইচ পি ক্ষমতাসম্পন্ন ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হয় এবং যাহা খালে বা বিলে চলাচল করে ও কোন ব্যাবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না।

৪ এই আইনের অধীন প্রদত্ত নৌচলাচলের জন্য আবশ্যক বৈধ নিবন্ধন সনদ ও জরিপ সনদ ব্যতীত কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান কোন নৌ যাত্রায় যাইতে বা অভ্যন্তরীণ নৌ পথে চলাচল করিতে পারিবে না।

৫।**জরিপ ও নিবন্ধনের স্থান জরিপকারক ও নিবন্ধক নিয়োগ ইত্যাদি** — ১ সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বাংলাদেশের যে স্থানকে উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেই স্থানকে জরিপ ও নিবন্ধন করিবার স্থান হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে

২ সরকার জরিপ ও নিবন্ধন কার্যসম্পাদনের লক্ষ্যে—

ক প্রত্যেক জরিপের স্থানের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী এক অথবা একাধিক জরিপকারক এবং

খ প্রত্যেক নিবন্ধনের স্থানের জন্য একজন নিবন্ধক নিয়োগ করিবে

গ কর্তৃপক্ষ নদী তীরে উপযুক্ত স্থানে বা নৌবন্দরে নৌযান ভিড়ানোর ব্যবস্থা ও জরিপ সরন্জাম এবং পরিক্ষা নিরিক্ষার সুবিধা সহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক'জরিপ নিবন্ধন ষ্টেশন' স্থাপন করিতে পারিবে

ঘ সকল ধরনের অভ্যন্তরীণ নৌযানের জরিপ ও নিবন্ধন উপধারা ঙ সাপেক্ষে উপধারা গ মোতাবেক স্থাপিত জরিপ নিবন্ধন ষ্টেশনে সম্পন্ন করিতে হইবে

ঙ দেশে নির্মিত অভ্যন্তরীণ নৌযানের প্রথম জরিপ ও নিবন্ধন নির্মাণ স্থলে সম্পন্ন করিতে হইবে।

৬। **জরিপকারক পরিদর্শক ও নিবন্ধকদের ক্ষমতা** — ১ জরিপ অথবা নিবন্ধন করিবার উদ্দেশ্যে কোন জরিপকারক অথবা নিবন্ধক যে কোন যুক্তিসংগত সময়ে যে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানে আরোহণ করিতে পারিবেন এবং ইহার হাল বয়লার ইঞ্জিনসমূহের যে কোন অংশ অন্যান্য যন্ত্রপাতিসহ নৌযানের সকল সরঞ্জাম এবং জিনিসপত্র ও নির্ধারিত নাবিক সংখ্যা পরিদর্শন করিতে পারিবেন

তবে শর্ত থাকে জরিপকারক অথবা নিবন্ধক কোন নৌযানে মালামাল উঠানো অথবা নামানোর কার্যে বাধার সৃষ্টি করিতে পারিবেন না অথবা জরিপ বা পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতীত কোন নৌযান চলাচলে বিলম্ব অথবা স্থগিত করিতে পারিবেন না।

২ অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক মাস্টার ও নাবিকগণ জরিপকারক ও নিবন্ধককে নৌযান জরিপ ও নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করিবেন এবং নৌযান উহার যন্ত্রপাতি অথবা উহার কোন অংশ ও নৌযানের সরঞ্জামাদি সম্পর্কে চাহিদা অনুযায়ী জরিপকারক ও নিবন্ধককে সকল তথ্যাদি প্রদান করিবেন।

৩ পরিদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে কোন পরিদর্শক যে কোন যুক্তিসংগত সময়ে যে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানে আরোহণ করিতে পারিবে এবং ইহার যাবতীয় সনদ ও কাগজপত্র নাবিক সংখ্যা যাত্রী সংখ্যা জীবন রক্ষাকারী ও অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম এবং বোঝাইকৃত যাত্রী ও মালামাল পরিদর্শন করিতে পারিবে এবং পরিদর্শনকালে যদি এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে এই আইনের কোন বিধান লংঘন হইয়াছে তবে উহা প্রতিপালনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবেন।

৭। **অভ্যন্তরীণ নৌযানের নকশা এবং নির্মাণ পরিকল্পনা অনুমোদন** — ১ অভ্যন্তরীণ নৌযানের নকশা এবং নির্মাণ পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য উপধারা ৪ সাপেক্ষে মালিককে মহাপরিচালকের নিকট নৌযানের নকশা এবং নির্মাণ পরিকল্পনাসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে

২ সরকার নৌযানের নকশা এবং নির্মাণ পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য আবেদন ফি নির্ধারণ করিতে পারিবে

৩   মহাপরিচালক উপধারা ১ এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর—

ক   যাচাই অন্তে নকশা এবং নির্মাণ পরিকল্পনা   সংশ্লিষ্ট বিধিতে উল্লেখিত নির্ধারিত নির্দেশনা অথবা মানের সহিত সংগতিপূর্ণ হইলে আবেদন প্রাপ্তির ৪৫ পঁয়তাল্লিশ কার্যদিবসের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে অনুমোদন প্রদান করিবে

খ   যদি পরিলক্ষিত হয়   নকশা এবং নির্মাণ পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট বিধিতে উল্লেখিত নির্ধারিত নির্দেশনা অথবা নিরাপদ চলাচলের জন্য কারিগরি মানের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে তাহা হইলে যে কারণে সংগতিপূর্ণ নহে উহা বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক আবেদন প্রাপ্তির ৪৫ পঁয়তাল্লিশ কার্যদিবসের মধ্যে মালিককে আবেদনপত্র ফেরৎ প্রদান করিবে

তবে শর্ত থাকে এইরূপে ফেরতকৃত আবেদন সংশ্লিষ্ট বিধিতে উল্লেখিত নির্ধারিত নির্দেশনা ও কারিগরি মান অনুযায়ী পরিবর্তন ও সংশোধনের পর নকশা এবং নির্মাণ পরিকল্পনা পুনরায় অনুমোদনের জন্য মালিক কর্তৃক নূতনরূপে আবেদন পেশ করিবার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকিবে না এবং এইরূপ আবেদন প্রাপ্তির ১৫ পনের কার্যদিবসের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৪ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌচলাচলে নিরাপদ কার্গো ও যাত্রীসেবা নিশ্চিতকরণ   নির্দিষ্ট নৌ রুটে কার্গো যাত্রী কার্গো ও তৈল পরিবহণের চাহিদা   নৌবাণিজ্যের সুষম ও টেকসই সম্প্রসারণ   নদীর নাব্যতা নৌচলাচল নিরাপত্তা নৌ পরিবেশ সংরক্ষণ অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ এবং সার্বিক নৌ নিরাপত্তার স্বার্থে নৌযানের ধরন ধারণক্ষমতা রুট ও ধারা ৩৪ ৫ মোতাবেক তৈরী ফেইজআউট সিডিউল অনুযায়ী সরকার নির্মিতব্য নূতন নৌযানের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং তদানুযায়ী আবেদনকৃত   প্রতিটি নৌযানের নকশা ও নির্মাণ পরিকল্পনার অনুমোদন স্থগিত বা বন্ধ রাখিতে পারিবে৷

৫ নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত নয়   এবং বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক লাইসেন্স অনাপত্তি প্রাপ্ত নয়এইরূপ কোন ডকইয়ার্ড অথবা শিপইয়ার্ড অথবা শিপ বিল্ডার্স বা স্লিপওয়ে বা ওয়ার্কশপঅথবা কোন ব্যক্তি সংস্থা অথবা প্যানেল সুপারভাইজার নৌযান নির্মাণ অথবা তদারকি করিতে পারিবে না   এবং কোন নৌযান মালিক অননুমোদিত কোন পতিষ্ঠানের সাথে কোন নির্মাণ চুক্তি করিতে পারিবেনা।

৬ বিধি মোতাবেক নকশা ব্যতীত অথবা নকশা অনুসরণ না করিয়া কোন ব্যক্তি   সংস্থা অথবা প্যানেল সুপারভাইজার কোন নৌযান নির্মাণ অথবা তদারকি করিতে পারিবে না।   সকল ধরনের অভ্যন্তরীণ নৌযান নির্ধারিত নির্মাণ বিধি মোতাবেক প্রনীত নকশা অনুযায়ী নির্মান করিতে হইবে এবং ১০ মিটার হইতে ৫০ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ঠ নৌযানের নকশা নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক এবং তদুর্ধ্ব সকল নৌযানের নকশা স্বীকৃত কোন ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি কর্তক অনুমোদিত হইতে হইবে।

৭ নুতন নির্মিত নৌযান অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী না পাওয়া পর্যন্ত জরিপ সনদ ইস্যু এবং নিবন্ধন করা যাইবে না।

৮ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কোন নৌযান পরিবর্তন পুনর্নির্মাণ অথবা রূপান্তর করা যাইবে না।

৯ নৌযান পরিবর্তন পুনর্নির্মাণ রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নকশা ও নির্মাণ পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে হইবে।

১০ অনুমোদনবিহীন পরিবর্তন পুনর্নির্মাণ অথবা রূপান্তরের মাধ্যমে নির্মিত নকশার নৌযান অনুমোদন করা যাইবে না।

১১ নৌযানের অনুমোদনবিহীন পরিবর্তিত পুনর্নির্মিত অথবা রূপান্তরিত অংশ অথবা যন্ত্র অপসারণ না করা পর্যন্ত জরিপ সনদ ইস্যু করা ও চলাচলের অনুমতি দেওয়া যাইবে না।

১২ অভ্যন্তরীণ জলসীমায় পরিচালনার নিমিত্তে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত কোন নৌযান আমদানির পূর্বে উহার স্পেসিফিকেশন ও ধরনের বিষয়ে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের অনাপত্তি গ্রহন করিতে হইবে

তবে শর্ত থাকে বিদেশ হইতে আমদানিকৃত নৌযান কোন স্বীকৃত ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি কর্তৃক অনুমোদনকৃত নকশা অনুরূপ নির্মিত হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে এবং উক্তরূপ নৌযানের নিবন্ধন করা যাইবে।

৮। **নির্মাণ জরিপ ইত্যাদি** —১ অভ্যন্তরীণ নৌযান নির্মাণ পরিবর্তন পুনর্নির্মাণ অথবা রূপান্তরের ক্ষেত্রে ধারা ৬ এর বিধান অনুযায়ী নকশা অনুমোদন গ্রহণপূর্বক মালিক নির্ধারিত ফরমে নৌযানটি কখন এবং কোথায় নির্মাণ পরিবর্তন পুনর্নির্মাণ অথবা রূপান্তর করা হইবে কর্তৃপক্ষকে তৎসম্পর্কে অবহিত করিবেন ওউক্ত প্রক্রিয়া সম্পাদন ব্যতীত কোন নৌযান নির্মাণ পরিবর্তন পুনর্নির্মাণ রূপান্তর মেরামত ইত্যাদি কার্যক্রম কোন ডকইয়ার্ড গ্রহন করিতে পারিবেনা ও উক্ত ডকইয়ার্ড এর অনুকুলে অধিদপ্তরের অনাপত্তি থাকিতে হইবে।

২ মহাপরিচালক উপধারা ১ এ উল্লিখিত তথ্যাদি প্রাপ্তির পর অভ্যন্তরীণ নৌযানের নির্মাণ পরিবর্তন পুনর্নির্মাণ অথবা রূপান্তর কার্যক্রম চলাকালীন নির্মাণ জরিপ তদারকি শেষে ইনক্লাইনিং পরীক্ষা র মাধ্যমেস্থিতিশীলতা নির্ণয় করিবে

৩ অভ্যন্তরীণ নৌযান নির্মাণ পরিবর্তন পুনর্নির্মাণ অথবা রূপান্তরের সন্তোষজনক সমাপ্তির পর যদি ইহা পরিলক্ষিত হয় যে অভ্যন্তরীণ নৌযানের নির্মাণ পরিবর্তন পুনর্নির্মাণ অথবা রূপান্তর সংশ্লিষ্ট বিধিতে উল্লেখিত নির্ধারিত নির্দেশনা অথবা কারিগরি মান অনুযায়ী হইয়াছে তাহা হইলে এইরূপ নির্মাণ পরিবর্তন পুনর্নির্মাণ অথবা রূপান্তর সম্পর্কে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমেপ্যানেল সুপারভাইজার নির্মাণ সম্পন্নের প্রতিপালন সনদ প্রদান করিবেন

৪ মহাপরিচালক প্রয়োজনে বেসরকারি ব্যক্তি অথবা সংস্থাকে চুক্তির মাধ্যমেপ্যানেল সুপারভাইজার হিসাবে নির্মাণ তদারকির দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে এবং

৫ মহাপরিচালক নৌযান নির্মাণ জরিপ তদারকি স্থিতিশীলতা নির্ণয় ইনক্লাইনিং পরীক্ষা এবং এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপযুক্ততা পরীক্ষার জন্য ফি নির্ধারণ করিতে পারিবে যাহা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

৯। **ক্লাসিফিকেশন সোসাইটিকে দায়িত্ব অর্পণ ইত্যাদি** —১ ধারা ৭ ও ৮ এ উল্লিখিত কার্যাবলি এবং এই আইনের অধীন অভ্যন্তরীণ নৌযানসমূহকে জরিপ করিবার উদ্দেশ্যে জরিপকারকের অর্পনযোগ্য কার্যাবলি সরকার তদকর্তৃক স্বীকৃত এক বা একাধিক ক্লাসিফিকেশন সোসাইটিকে অর্পণ করিতে পারিবে

২ ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি উহার উপর উপধারা ১ এর অধীন অর্পিত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য মহাপরিচালকের নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য থাকিবে এবং কোন অনিয়মের জন্য দায়ী থাকিবে

৩ সরকার চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ক্লাসিফিকেশন সোসাইটির কার্যাবলি র তালিকা ক্ষমতা দায়িত্ব ও কর্মপদ্বতি নির্ধারন ও স্বীকৃতি প্রদান করিবে ও গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা সকলকে অবহিত করিবে এবং মহাপরিচালক বা তদকর্তৃক নিয়োজিত কর্মকর্তা সকল স্বীকৃত ক্লাসিফিকেশন সোসাইটির কার্যক্রম সুনিদৃষ্ট পদ্বতি অনুসরণপূর্বক নিয়মিত মনিটরিং করিবে।

৪ উপধারা ১ এরঅধীনঅর্পিতকার্যাবলিসম্পাদনেরজন্যক্লাসিফিকেশনসোসাইটিসরকারকর্তৃকনির্ধারিতপদ্ধতিওহারেফিগ্রহণকরিতেপারিবে।

৫ যথাযথ দাপ্তরিক সুবিধা লোকবল কারিগরি জ্ঞান অভিজ্ঞতা গবেষনাগার আইটি শাখা ও লজিষ্টিক সাপোর্ট বিহীন কোন ক্লাসিফিকেশন সোসাইটিকে স্বীকৃতি প্রদান করা যাইবেনা।

১০। **জাহাজ চিহ্নিতকরণ** —১ নিবন্ধন সনদ মঞ্জুরের পূর্বে নিবন্ধনের জন্য আবেদনকৃত অভ্যন্তরীণ নৌযানে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্থায়ী সুস্পষ্ট ও সহজে দৃশ্যমান অংশেনির্ধারিত টনেজ ও নিবন্ধন নম্বর সম্মুখে ও পিছনে নৌযানের নাম এবং পিছনে নামের নীচে নিবন্ধিত বন্দরের নাম স্থায়ী ভাবে স্থাপনকরিতে হইবে।

২ নিবন্ধকের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে উপধারা ১ এর বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত কোন চিহ্ন পরিবর্তন অথবা অন্য কোনরূপ সংশোধন করা যাইবে না।

১১। জরিপ ফি ইত্যাদি —অভ্যন্তরীণ নৌযান জরিপ করিবার লক্ষ্যে নৌযানের মালিক জরিপকারকের নিকট নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিবেন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ও পদ্ধতিতে সরকারকে জরিপের জন্য ফি প্রদান করিবেন।

১২। জরিপকারকের ঘোষণা —১ জরিপকারক কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের জরিপ কার্য সম্পন্ন হইবার ৭ সাত কার্যদিবসের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে ঘোষণাপত্র তৈরিপূর্বক মহাপরিচালক নৌযানের মালিক অথবা মাস্টারকে উহার এক কপি প্রেরণ করিবেন যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে—

ক নৌযানের হাল ইঞ্জিন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি নির্দিষ্ট নৌ রুটে যাত্রা অথবা কার্যের জন্য কারিগরিভাবে কার্যকর ও সংশ্লিষ্ট বিধি মোতাবেক রহিয়াছে এবং কার্গো হোল্ড ও হাল ওপেনিং সমুহ সম্পুর্ণ পানিরোধক ভাবে বন্ধ করা যায়

খ নৌযানের মাস্টার ইঞ্জিনিয়ার অথবা ড্রাইভারের সংখ্যা ও যোগ্যতার সনদসমূহ এবং অন্যান্য নাবিকের সংখ্যা এই আইনের ধারা ৩৯ এর চাহিদা পূরণ করে এবং মাষ্টার ও সার্ভেয়ার কর্তৃক স্বাক্ষরিত সকল নাবিকের ছবিসহ নামের তালিকা নৌযানের প্রকাশ্য স্থানে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে

গ নৌযানের বর্তমান অবস্থার সহিত অনুমোদিত নকশা ও পরিকল্পনার সহিত কোন প্রকার তারতম্য নাই

ঘ নৌযানের গায়ে নির্ধারিত ধারা ২১ ১ মোতাবেক ‘ফ্রি বোর্ড মার্ক ’ও গ্রসটন এবং নৌযানের নাম নিবন্ধন নম্বর ও নিবন্ধিত বন্দরের নাম স্থায়ীভাবেস্থাপন করা হইয়াছে

ঙ নৌযানের ও উহার সকলসরঞ্জামেররক্ষণাবেক্ষণ সন্তোষজনক।

চ নৌযানেধারা ৬২ মোতাবেক নিরাপদ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সিষ্টেম যথাযথভাবে অনুসরন করা হইতেছে

ছ নৌযানে অনুমোদিত নকশা সমুহ স্থিতিশীলতাবুকলেট ও প্রযোজ্যচার্ট পাবলিকেশন বিধি বিধান ম্যানুয়েল ও বি জ্ঞপ্তিসমুহ যথাযথ ভাবে সংরক্ষন করা হইতেছে।

জ ধারা ৬৮ মোতাবেক নৌযানের বীমা অথবা ট্রাষ্ট ফান্ডের সদস্যশিপের বিধান যথাযথ ভাবে প্রতিপালন করা হইতেছে।

ঝ ধারা ৭২ মোতাবেক নৌযানের পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ সহায়ক যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম ও ব্যবস্থাপনা সিষ্টেম যথাযথ ভাবে রক্ষনাবেক্ষন ও প্রতিপালন করা হইতেছে।

২ উপধারা ১ এ উল্লিখিত ঘোষণাপত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উল্লেখ থাকিতে হইবে যথা —

ক উপধারা ১ এর দফা ক হইতে ঝ তে বর্ণিত বিষয়সমূহের বিস্তারিত বিবরণ

খ নির্দিষ্ট নৌরুটে নিরাপদ চলাচলের জন্য নৌযানের কাঠামোগত ও কারিগরি উপযুক্ততা

গ নৌযানের ইঞ্জিনসমূহ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের কার্যোপযোগী তা ১ এক বৎসরের কমহইলে তৎসংক্রান্ত বিবরণ

ঘ নৌযানের হাল ইঞ্জিনসমূহ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম জরিপকারকের বিবেচনায় চলাচলের উপযোগী কি না ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সময়সীমা

ঙ যাত্রীবাহী নৌযানের কেবিন ডেক এবং ডেক ও কেবিনের কোন অংশে কতজন যাত্রীর স্থান সংকুলান হইবে তাহা প্রয়োজনানুসারে মৌসুম নৌ যাত্রার প্রকৃতি বহনকৃত মালামালের পরিমাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক নির্ধারিত নিয়মে নিরূপণসংক্রান্ত বিবরণ এবং

চ মালবাহী নৌযানের ডেডওয়েট টনেজ এবং এইরূপ অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ যদি থাকে ।

৩ উপধারা ১ এর বিধান অনুযায়ী ঘোষণাপত্রের একটি কপি নিবন্ধন সনদ মঞ্জুর করিবার ক্ষেত্রে নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৪ সার্ভে সম্পন্ন হওয়ার পর জাহাজের কাঠামো ইঞ্জিন ইকুইপমেন্ট ও সরঞ্জাম যাহা সার্ভে করা হইয়াছে তাহাতে কোন প্রকার পরিবর্তন করা যাইবেনা এবং সার্ভে সময়কালীণ অবস্থা পরবর্তিতে মাষ্টার ড্রাইভার ও মালিক কর্তৃক রক্ষনাবেক্ষন করিয়া যথাযথ মান বজায় রাখিতে হইবে এবং দুর্ঘটনা বা অন্য কোন কারনে জীবন রক্ষাকারী বা নিরাপত্তা জনিত কোন ত্রুটি ধরা পড়িলে ত ৎক্ষনাৎতাহা জরিপকারককে লিখিত ভাবে অবহিত করিতে হইবে।

১৩। জরিপ সনদ প্রদান সংক্রান্ত বিধান —১ মহাপরিচালকের নিকট ধারা ১২ এর উপধারা ১ এর অনুযায়ী যখন কোন ঘোষণাপত্র প্রেরণ করা হয় এবং তিনি যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে উক্ত নৌযানটি এই আইনের বিধান প্রতিপালন করিয়াছে তাহা হইলে তিনি উক্ত ঘোষণাপত্র প্রাপ্তির ১৫ পনেরো কার্যদিবসের মধ্যেই ২ দুই কপি জরিপ সনদ প্রস্তুতপূর্বক উহা রেজিস্ট্রার ডাকযোগে অথবা সরাসরি মালিক অথবা মালিকের প্রতিনিধি অথবা মাস্টারের নিকট প্রেরণ করিবেন অথবা কম্পিউটারে প্রস্তুত করা সনদের ইলেকট্রনিক কপি ই মেইলের মাধ্যমে মালিক বরাবরে প্রেরন করিবেন

২ জরিপ সনদে এই মর্মে উল্লেখ থাকিবে এই আইনের অধীনে অভ্যন্তরীণ নৌযান জরিপ এবং জরিপ ঘোষণা সম্পর্কিত সকল নিয়ম কানুন যথাযথরূপে পালিত হইয়াছে এবং এতদব্যতীত নিম্নোক্ত বিবরণাদিও উল্লেখ থাকিবে যথা —

ক ধারা ১২ এর উপধারা ২ এর দফা ক খ গ ঘ ঙ ও চ এর বিধান অনুযায়ী নৌযানের জরিপ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ এবং

খ বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য বিবরণ।

৩ ধারা ১২ এর বিধান অনুযায়ী যিনি জরিপের ঘোষণাপত্র তৈরি করিয়াছেন তিনি জরিপ সনদ মঞ্জুর করিবেন না তবে যে জরিপকারক জরিপ কার্য সম্পন্ন করিবেন তিনি জরিপ সনদ ইস্যু না হওয়া পর্যন্ত উক্ত অভ্যন্তরীণ নৌযানকে সর্বোচ্চ ৪৫ পঁয়তাল্লিশ দিনের জন্য সাময়িক চলাচলেরপারমিট প্রদান করিবে এবং উক্ত সাময়িক চলাচলের পারমিট উপধারা গ সাপেক্ষে ৪৫ পঁয়তাল্লিশ কার্যদিবসের অধিক বৃদ্ধি করা হইবে না তবে

ক উক্ত ৪৫ পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে মহাপরিচালক জরিপ সনদ জারী করিবেন অথবা

খ সুনিদৃষ্ট কারন উল্লেখপুর্বক জরিপের ঘোষণাপত্র বাতিলকরত উক্ত ৪৫ পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে পুনরায় জরিপের নির্দেশ প্রদান করিবেন

গ উপধারা ক অথবা খ মোতাবেক কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা না হইলে সংশ্লিষ্ট জরিপকারক সাময়িক চলাচলের পারমিট জরিপ সনদ জারী না হওয়া পর্যন্ত প্রতিবার সর্বোচ্চ ৪৫ পঁয়তাল্লিশ দিনের জন্য বৃদ্বি করিতে পারিবেন

৪ যে কোন জরিপ সনদ মহাপরিচালক কর্তৃক লিখিত আদেশ দ্বারা বাতিল অথবা স্থগিত করা যাইবে যদি মহাপরিচালক অথবা তৎকর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি এতদুদ্দেশ্যে পরিদর্শনপূর্বক দেখিতে পান—

ক উক্ত সনদ কোন প্রকার প্রতারণা অথবা জালিয়াতিমূলকভাবে পরিবর্তন করা হইয়াছে অথবা

খ উক্ত সনদ মিথ্যা অথবা ভুল তথ্যের ভিত্তিতে মঞ্জুর করা হইয়াছে অথবা

গ যে অভ্যন্তরীণ নৌযানকে জরিপ সনদ প্রদান করা হইয়াছে উহা এই আইনের সনদ মঞ্জুর সংক্রান্ত বিধি বিধান মানিয়া চলিতেছে না।

১৪। জরিপ সনদ নৌযানের দৃষ্টি আকর্ষণকারীস্থানে ঝুলাইয়া রাখা সংক্রান্ত বিধান —প্রত্যেক অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক অথবা মাস্টার নৌযানের জরিপ সনদ মঞ্জুর হওয়া মাত্রই উহার একটি অনুলিপি সনদের মেয়াদের শেষদিন পর্যন্ত নৌযানেরদৃষ্টিআকর্ষণকারী স্থানে এইরূপে ঝুলাইয়া রাখিবেন যাহাতে উহা সহজেই নৌযানের সকল আরোহী দেখিতে ও পড়িতে পারে।

১৫। জরিপ সনদের মেয়াদ —১ কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের জরিপ সনদের মেয়াদ

ক ডাম্ববার্জ এবং অন্যান্য নৌযান যাহা নিজে চলিতে পারে না কিন্তু অন্য শক্তি চালিত নৌযান দ্বারা টানিয়া অথবা ঠেলিয়া নেওয়া হয় এইরূপ নৌযানের ক্ষেত্রে সনদ ইস্যুর তারিখ হইতে সর্বোচ্চ ৪ চার বৎসর এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ নৌযানের ক্ষেত্রে সনদ ইস্যুর তারিখ হইতে সর্বোচ্চ ১ এক বৎসর অথবা

খ সনদে উল্লিখিত নৌযানের হাল বয়লার ইঞ্জিন অথবা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি অথবা অন্য কোন সরঞ্জামাদির কার্যোপযোগিতার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত অথবা

গ ধারা ১৩ এর উপধারা ৪ এর বিধান অনুযায়ী উক্ত সনদ স্থগিত অথবা বাতিল করা হইলে উক্তরূপ স্থগিত অথবা বাতিলের তারিখ পর্যন্ত।

২ অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক অথবা মাস্টার উপধারা ১ এর দফা ক অনুযায়ী তাঁহার নৌযানের জরিপ সনদের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে সর্বোচ্চ ৩০ ত্রিশ ও সর্বনিম্ন ৭ সাত দিনের মধ্যে উহা সম্পর্কে জরিপকারককে অবহিত করিবেন এবং পুনঃজরিপের জন্য লিখিত আবেদন করিবেন

৩ কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক বা মাস্টার উপধারা ২ এর বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে তিনি ধারা ১০ এর বিধান অনুযায়ী প্রদেয় জরিপ ফিসহ যতদিবস পর্যন্ত উক্ত বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হইবেন ততদিবস পর্যন্ত প্রত্যেক দিবসের জন্য ৫০০ পাচশত ইউনিটহারে জরিমানা প্রদান করিবেন।

১৬। জরিপ সনদ নবায়ন —কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের জরিপ সনদের মেয়াদ শেষ হইলে এই অধ্যায়ের বিধান অনুযায়ী পুনরায় জরিপ করিবার পর উহার জরিপ সনদ নবায়ন করা যাইবে।

১৭। মেয়াদ উত্তীর্ণ ও বাতিলকৃত সনদ জমা প্রদান —কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের জরিপ সনদের মেয়াদ উর্ত্তীণ হইলে অথবা সনদ বাতিল অথবা স্থগিত করা হইলে অথবা অন্য কোনরূপে ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইলে উক্ত নৌযানের মালিক অথবা মাস্টার উক্ত জরিপ সনদ মহাপরিচালকের নিকট জমা প্রদান করিবেন।

১৮। একাধিক জরিপকারক কর্তৃক নৌযান জরিপ করানোর ক্ষেত্রে মহাপরিচালকের ক্ষমতা —কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের জরিপের কার্য একজন জরিপকারক কর্তৃক সম্পন্ন হইবে তবে মহাপরিচালক লিখিত

আদেশ দ্বারা কোন নির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ নৌযান অথবা কোন নির্দিষ্ট শ্রেণির নৌযান কোন নির্দিষ্ট স্থানে জরিপের জন্য একাধিক জরিপকারক নিযুক্ত করিতে পারিবে।

১৯। মহাপরিচালক কর্তৃক দ্বিতীয় জরিপের আদেশ প্রদানের ক্ষমতা —১ যদি কোন জরিপকারক কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান জরিপের পর ধারা ১১ এর বিধান অনুযায়ী জরিপ ঘোষণাপত্র প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন অথবা এইরূপ কোন জরিপ ঘোষণাপত্র প্রদান করেন যাহার ফলে উক্ত নৌযানের মালিক অথবা মাস্টার সংক্ষুদ্ধ হন তাহা হইলে ধারা ১২ অনুযায়ী মহাপরিচালক অথবা তৎকর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত নৌযানের মালিক অথবা মাস্টারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী জরিপ ফি এর দ্বিগুণ ফি গ্রহণপূর্বক দ্বিতীয়বার জরিপের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং একাধিক জরিপকারককে উক্ত নৌযানটি জরিপ করিবার জন্য নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবেন।

২ উপধারা ১ এর অধীন নির্দেশিত জরিপকারকগণ যতদ্রুত সম্ভব সংশ্লিষ্ট নৌযানটি জরিপ করিবেন এবং জরিপের পর তৎকর্তৃক যথোপযুক্ত বিবেচনায় জরিপ ঘোষণাপত্র প্রদান করিতে পারিবেন অথবা জরিপ ঘোষণাপত্র প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন এবং

৩ উপধারা ২ এর অধীন প্রদত্ত জরিপ ঘোষণাপত্র অথবা অস্বীকৃতি চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২০। একাধিক জরিপকারকের কার্যপদ্ধতি —ধারা ১৮ এর বিধান অনুযায়ী একাধিক জরিপকারক কর্তৃক কোন নৌযান জরিপের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জরিপকারক এই আইন ও বিধির বিধান অনুযায়ী স্বীয় দায়িত্ব পালন করিবেন।

২১। **নিবন্ধনের জন্য আবেদন** —**১** অভ্যন্তরীণনৌযান নিবন্ধনের জন্য উহার মালিক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অভ্যন্তরীণ নৌযান নিবন্ধকের নিকট নির্ধারিত তথ্য পদ্ধতি ও ফরমে আবেদন করিতে হইবে তবে আবেদনের পূর্বে জরিপকারকের নিকট হইতে বিধি মোতাবেক নৌযনের টনেজ ও ফ্রি বোঁড মাঁক নির্ধারন এবং সার্ভে সম্পন্ন করিতে হইবে।

২ দেশে নির্মিতনৌযানের ক্ষেত্রে আবেদপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজাদি ও তথ্যসমূহ সংযুক্ত করিতে হইবে যথা —

ক সংশ্লিষ্ট নৌযানের বিদ্যমান ঘোষনাপত্র অথবা জরিপ সনদের অনুলিপি
খ নিবন্ধন ফি পরিশোধের চালানের অনলাইন পে স্লিপের কপি
গ ইনক্লাইনিং টেস্ট রিপোর্ট সহস্ট্যাবিলিটি বুকলেট ও নৌযানের অনুমোদিত নকশা
(ঘ) প্যানেল সুপারভাইজার কর্তৃক প্রদত্ত সনদ
ঙ মালিকের জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা কোম্পানির ক্ষেত্রে নিবন্ধন সনদ এবং
চ ভ্যাট পরিশোধের প্রমানপত্র।

৩ বিদেশ থেকে আমদানিকৃত নৌযানের ক্ষেত্রে আবেদপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজাদি ও তথ্যসমূহ সংযুক্ত করিতে হইবে যথা —

ক জরিপকারকের ঘোষনাপত্র অথবা জরিপ সনদের অনুলিপি
খ সংশ্লিষ্ট নৌযানের বিল অফ এন্ট্রি
গ নিবন্ধন ফি পরিশোধের চালানের অনলাইন পে স্লিপেরকপি
ঘ বিদেশী নিবন্ধন সনদ ও জরিপ সনদের মুল কপি

ঙ নৌযানের স্ট্যাবিলিটি বুকলেট মিডশিপ ও জিএ প্ল্যান
চ মালিকের জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা কোম্পানির ক্ষেত্রে নিবন্ধন সনদ
ছ বিক্রয় দলিল ও হস্তান্তর সনদ এবং
জ ধারা ৭ ১২ মোতাবেক নৌপরিবহন অধিদপ্তরের অনাপত্তি পত্র।

২২। **নিবন্ধন** — ১ নিবন্ধক কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান নিবন্ধনের পূর্বেদাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি যাচাই ও অনুসন্ধান করিবার পর যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে উহা আইন ও বিধির সকল বিধান প্রতিপালন করিয়াছে তাহা হইলে তিনি আবেদনকারীর নৌযান নিবন্ধনপূর্বক নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবেন যাহাতে নৌযান মালিকের ছবিসহ নির্ধারিত তথ্যাদি সন্নিবেশিত থাকিবে

২ কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নির্মিত না হইলে অথবা নৌযানটি যান্ত্রিক ও গঠন কাঠামোগত দিক হইতে ত্রুটিপূর্ণ হইলে অথবা আবেদনকারী উক্ত নৌযানের মালিকানার দাবির স্বপক্ষে ও আবেদনে উল্লিখিত তথ্যের সমর্থনে সন্তোষজনক প্রমাণাদি উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইলে নিবন্ধক উক্ত অভ্যন্তরীণ নৌযানকে নিবন্ধন করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন

তবে শর্ত থাকে নিবন্ধক কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান নিবন্ধন করিতে অস্বীকার করিলে আবেদনকারীকে উক্তরূপ অস্বীকৃতির কারণ ৭ সাত কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানাইবেন।

২৩। **নিবন্ধন নম্বর প্রদর্শন** —ধারা ২১ অনুযায়ী কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান নিবন্ধন করা হইলে নিবন্ধক উক্ত নৌযানের জন্য একটি নিবন্ধন নম্বর প্রদান করিবেন যাহা মালিক উক্ত নৌযানের গায়ে দুর থেকে সহজে দৃশ্যমান স্থানে নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্থায়ীভাবে স্থাপন করিবেন।

২৪। **নিবন্ধন বই সংরক্ষণ** —নিবন্ধক নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি নিবন্ধন বই সংরক্ষণ করিবেন এবং উহাতে তৎকর্তৃক যে সকল অভ্যন্তরীণ নৌযান নিবন্ধন করা হইয়াছে সেই সকল নৌযানের নিবন্ধন নম্বর নিবন্ধন সনদে উল্লিখিত বিবরণ উহার মালিকের ছবিসহ উল্লেখ থাকিবে।

২৫। **নৌযানে নিবন্ধন সনদ সংরক্ষণ** —প্রত্যেক অভ্যন্তরীণ নৌযানের নিবন্ধন সনদ সকল সময় উহার মালিক অথবা মাস্টার কর্তৃক তাঁহার নৌযানে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং উহা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক চাহিবামাত্র প্রদর্শন করিতে হইবে।

২৬। **নিবন্ধন সনদ হারানোর ক্ষেত্রে বিধান** —কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের নিবন্ধন সনদ হারাইয়া গেলে অথবা নষ্ট হইলে অথবা খুঁজিয়া পাওয়া না গেলে নির্ধারিত ফি গ্রহণপূর্বক প্রচলিত বিধি বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে নিবন্ধক মূল সনদের পরিবর্তে একটি নূতনঅবিকল সনদ ইস্যু করিতে পারিবেন।

২৭। **নৌযান হারানো ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রদান** — ১ এই আইনের অধীন নিবন্ধিত কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান ডুবিয়া গেলে অথবা হারাইয়া গেলে অথবা কোন শত্রুকবলিত হইলে অথবা অগ্নিকান্ডে পুড়িয়া গেলে অথবা ভাঙিয়া গেলে নৌযানের মালিক এবিষয়ে অবগত হওয়ার ১০ দশ দিনের মধ্যে উহা নিবন্ধককে যথাযথ বিবরন সহ লিখিতভাবে জানাইবেন এবং নিবন্ধক উহা রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করিবেন।

২ উপধারা ১ এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে যদি নিবন্ধন সনদ না হারায় অথবা নষ্ট না হয় তাহা হইলে অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক অথবা মাস্টার উক্ত সনদঘটনা সংঘটিত হইবার ১০ দশ কার্যদিবসের মধ্যে নিবন্ধকের নিকট হস্তান্তর করিবেন।

২৮। **মালিকানা পরিবর্তন** —১ কোন নিবন্ধিত অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিকানা পরিবর্তিত হইলে উক্ত নৌযানের নিবন্ধন সনদে মালিকানা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য নিবন্ধক কর্তৃক প্রত্যয়ন করাইতে হইবে।

২ কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিকানা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে কোন স্থানে হস্তান্তরের পর সর্বোচ্চ ৪৫ পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে তাহা প্রত্যয়নের নিমিত্তে হস্তান্তরকারী ও গ্রহনকারী উভয় মালিককে অথবা তাহাদের আইনসম্মত প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারীকে নৌযানের মুল নিবন্ধন সনদ সহ নিবন্ধকের সম্মুখে ধারা ৩০ মোতাবেক সম্পাদিত ও সত্যায়িত যৌথভাবে স্বাক্ষরিতবিল অফ সেল বা হস্তান্তরের দলিল এবংমালিকানা পরিবর্তনের আবেদন পত্র সহকারে স্বশরীরে উপস্থিত হইতে হইবে।

৩ উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে দাখিলকৃত দলিলাদি ও তথ্যাদি যাচাইপুর্বক সঠিক প্রতিয়মান হইলে নিবন্ধক নিবন্ধন সনদে নুতন মালিকানার তথ্য প্রত্যয়ন করিবেন।

৪ উপবিধি ৩ মোতাবেক নিবন্ধক নুতন মালিকানার তথ্য প্রত্যয়ন করিতে অস্বীকার করিলে আবেদনকারীকে উক্তরূপ অস্বীকৃতির লিখিত কারন সহ নিবন্ধন সনদটি মালিকের নিকট হস্তান্তর করিবেন।

২৯। **বাংলাদেশের বাহিরে অর্জিত মালিকানা সম্পর্কে নিবন্ধককে অবহিতকরণ** —বাংলাদেশের বাহিরে কোন নৌযানে কোন বাংলাদেশি নাগরিকের অথবা ধারা ৪ এর উপধারা ২ এ উল্লিখিত কোন কোম্পানির মালিকানা অর্জিত হইলে উক্ত নৌযান বাংলাদেশে নিবন্ধন করিবার স্থানে পৌঁছাইবার পর নৌযানের মালিক তাৎক্ষণিকভাবে ধারা ২১ মোতাবেক নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিবেন ও উক্তরূপ মালিকানা অর্জন সম্পর্কে নিবন্ধককে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন এবং উহাতে নৌযানের নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহের উল্লেখ থাকিবে যথা

ক নৌযানটি নিবন্ধনের স্থানে আগমনের সময়
খ নৌযানের নাম যদি থাকে
গ ক্রয় করিবার সময় ও স্থানের নাম
ঘ বিক্রয়কারী ও ক্রয়কারী বা ক্রয়কারীগণের নাম
ঙ মাস্টারের নাম এবং
চ টনেজ ধারণক্ষমতা নির্মাণকাল এবং অন্যান্য প্রাপ্ত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ।

৩০। **নিবন্ধনকৃত অভ্যন্তরীণ নৌযান হস্তান্তর** — এই আইনের অধীন নিবন্ধনকৃত কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান কিংবা উহার শেয়ার বাংলাদেশের নাগরিক এবং বাংলাদেশে বসবাসকারী অথবা ব্যবসারত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত হস্তান্তর করা যাইবে না এবং উক্তরূপ বিক্রির দলিল একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে সম্পাদিত ও তৎকর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে।

৩১। **বাংলাদেশি নাগরিকের নিকট হস্তান্তরিত নৌযানের নিবন্ধন** —এই আইনের অধীন নিবন্ধনকৃত নহে এইরূপ কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান কোন বাংলাদেশি নাগরিক বা ধারা ৪ এর উপধারা ২ এ উল্লিখিত কোন কোম্পানির নিকট হস্তান্তরিত হইলে উহা এই আইনের অধীন ধারা ২১ ৩ মোতাবেক নিবন্ধন করিতে হইবে

৩২। **নিবন্ধিত নৌযান হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিক্রয় দলিল হারানো সংক্রান্ত বিধান।** কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের বিক্রয় দলিল হারাইয়া গেলে অথবা নষ্ট অথবা ধ্বংস হইলে অথবা পড়ার অযোগ্য হইয়া গেলে ধারা ২৮ ২ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবে।

৩৩। **রূপান্তরিত নৌযান পুনঃনিবন্ধন সংক্রান্ত বিধান**।- ১ এই আইনের অধীন নিবন্ধনকৃত কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানযথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে যদি এইরূপে পুননির্মিত হয় যে পূর্বেকার টনেজ দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং ড্রাফটসংক্রান্ত বিবরণের সহিত সংগতিপূর্ণ নয় বা নিবন্ধন বইতে অন্তর্ভুক্ত বিবরণের সহিত অসংগতিপূর্ণ সেইক্ষেত্রে উক্ত পুননির্মিত নৌযানের পরিবর্তিত বিবরন নিবন্ধন সনদে পরিবর্তনের জন্য পরিবর্তন সম্পন্ন হওয়ার ৭ সাত দিনের মধ্যে নৌযান মালিককে নিবন্ধকের বরাবরে আবেদন করিতে হইবে এবং

ক নৌযান মালিকের আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর নিবন্ধকজরিপকারকের জরিপ সনদে উল্লেখিত পরিবর্তন সম্পর্কিত বিবরণাদি নিবন্ধনভুক্ত করিয়া নিবন্ধন সনদটি প্রত্যয়ন করিবেন অথবা

খ অধিক পরিবর্তনের কারনে নিবন্ধক যদি যথাযথ মনে করেন তবে উক্ত নৌযানটিকে নূতন করিয়া নিবন্ধন করিয়া বর্তমান নিবন্ধন সনদের পরিবর্তে একটি নুতন নিবন্ধন সনদ জারী করিবেন|

২ উপধারা ১ এর অধীন কোন নৌযানের পুনর্নির্মাণসংক্রান্ত বিবরণাদি নিবন্ধনভুক্ত করিবার প্রয়োজনে নিবন্ধক বিদ্যমান নিবন্ধন সনদ তাঁহার নিকট জমা প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন |
৩ উপধারা ১ এর অধীন কোন নৌযানের নূতন করিয়া নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নিবন্ধক এমনভাবে অগ্রসর হইবেন যেন নৌযানটি প্রথমবারের ন্যায় নিবন্ধিত করা হইতেছে সেই ক্ষেত্রে নৌযানের মালিক বিদ্যমান নিবন্ধন সনদ নিবন্ধকের নিকট জমা প্রদান করিবেন এবং প্রথম নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফি পরিশোধসহ নিবন্ধনসংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় করণীয় সঠিকভাবে সম্পাদনের পর নৌযানটি নিবন্ধন করিবেন এবং নূতন নিবন্ধন সনদ জারী করিবেন।

৪ কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান এই ধারার বিধান অনুযায়ী নূতন করিয়া নিবন্ধনের ক্ষেত্রে উহার পূর্ববর্তী নিবন্ধন বাতিল করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে তবে পূর্ববর্তী নিবন্ধন বহিতে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁহারা নৌযানটির মালিক হইতে আগ্রহী তাহাদের ছবিসহ নাম নূতন নিবন্ধন বহিতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৫ উপবিধি ১ মোতাবেক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহন ব্যতিরেকে পুননির্মিত কোন নৌযানের ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য হইবে না।

৩৪। **নিবন্ধন সনদের মেয়াদ ইত্যাদি** —১ এই আইনের অন্যান্য ধারার বিধান সাপেক্ষে

ক বাংলাদেশে নির্মিত অথবা আমদানিকৃত কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের নিবন্ধন সনদের মেয়াদ নৌযানের প্রথম নির্মাণের তারিখ হইতে ৩০ ত্রিশ বৎসর হইবে যদি না

উক্ত নৌযানটি হারাইয়া যায় ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় বা উক্ত সময়ের মধ্যে অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করা হয়

খ উক্ত ৩০ ত্রিশ বৎসর নিবন্ধনের মেয়াদান্তে বিশেষ ডকিং জরিপের পর নৌযানের কাঠামো সহ সার্বিক অবস্থা চলাচলের উপযুক্ত প্রতীয়মান হইলে প্রতিবার নিবন্ধনের মেয়াদ ৫ পাঁচ বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে

গ বিশেষ ডকিং সার্ভের মাধ্যমে নিবন্ধনের মেয়াদ ২ দুই বারের অধিক বৃদ্ধি করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা বিশেষ ডকিং সার্ভে বলিতে এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত সার্ভেকে বুঝাইবে।

২ এই আইনের অধীন নিবন্ধিত কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের জরিপ সনদের ধারা ১৫ ক তে উল্লেখিত মেয়াদ পর পর ৩ বার উত্তীর্ন হওয়ার পর তৃতীয়বার উত্তীর্নের তারিখ হইতে উহার নিবন্ধন সনদ বাতিল বলিয়া গন্য হইবে।

৩ কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান অকেজো রাখা হইলে বা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইলে বা অন্য কোনভাবে অব্যবহৃত থাকিলে মালিক উহা সম্পর্কে উক্ত ঘটনার তারিখ হইতে ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে নিবন্ধককে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

৪ এই আইনের অধীন নিবন্ধনকৃত কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে মহাপরিচালক উহার নিবন্ধন সনদ বাতিল বা স্থগিত করিতে পারিবেন।

৫ এই আইন কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে নৌপরিবহন অধিদপ্তর সকল নিবন্ধিত নৌযানের নির্মান সালের উপর ভিত্তি করিয়া একটি নৌযান ফেইজ আউট সিডিউল তৈরী করিবে এবং সে মোতাবেক রেজিষ্ট্রেশন বাতিল কার্যক্রম নিশ্চিত করিবে।

৩৫। **নিবন্ধন ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল** — প্রত্যেক অভ্যন্তরীণ নৌযান নিবন্ধক প্রতিবৎসর ১৫ জানুয়ারির মধ্যে এই আইনের অধীন পুর্ববর্তী বছরে নিবন্ধিত বাতিলকৃত হস্তান্তরিত নৌযানের তথ্যসহ আরও যে সকল তথ্য পেশ করিবার জন্য সরকার নির্দেশ প্রদান করিবে তৎসংক্রান্ত প্রতিবেদন মহাপরিচালক বা সরকার নিযুক্ত অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত ফরমে পেশ করিবেন।

৩৬। **জরিপ ও নিবন্ধন ও অন্যান্য সনদের পারস্পরিক স্বীকৃতি** —সরকার কর্তৃক সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক অথবা বহুপাক্ষিক নৌচলাচল চুক্তির আওতায় পার্শ্ববর্তী দেশসমুহের অভ্যন্তরীণ নৌযান বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌযান উক্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথে চুক্তির শর্তানুযায়ী চলাচলের সুবিদার্থে চুক্তিভুক্ত দেশসমুহের আইনের আওতায় প্রদত্ত সকল ধরনের অনুমতি অব্যাহতি ও সনদের পারস্পরিক স্বীকৃতি প্রদানের যথাযথ ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ গ্রহন করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
নৌযানের শ্রেণিবিভাগ নাবিক নিয়োগ পরীক্ষা এবং সনদায়ন

৩৭। **অভ্যন্তরীণ নৌযানের শ্রেণিবিভাগ —১** মহাপরিচালক সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নৌ পথের প্রকৃতি নৌযানের ধরণ নির্দিষ্ট কার্গো পরিবহণের চাহিদা নদীর নাব্যতা নৌ পরিবেশ সংরক্ষণ উপকূল অতিক্রম চলাচলের সময় ও ঋতু ইত্যাদি বিবেচনায় নৌ নিরাপত্তার স্বার্থে অভ্যন্তরীণ নৌযানের শ্রেণি বিভাগ করিতে পারিবে।

২ উপধারা ১ এর অধীন শ্রেণি বিভাজন অনুযায়ী নৌযানের কাঠামোগত মান কারিগরি নির্দেশনা বিশেষ জরিপ ও নাবিকদের সংখা ও যোগ্যতা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩৮। **যোগ্যতার সনদ —** ১ মহাপরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরীক্ষক নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিখিত মৌখিক বা ব্যাবহারিক পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক অভ্যন্তরীণ নৌযানের জন্য নির্ধারিত সকল ধরনের যোগ্যতার সনদ প্রদান করিবেন।

২ সকল যোগ্যতা সনদ পরিক্ষার কার্যক্রম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সিলেবাস অনুযায়ী পরিচালনা করিতে হইবে।

৩ সকল যোগ্যতা সনদ জারীর তারিখ হইতে প্রতি ৫ বছর অন্তর নির্ধারিত শর্ত পুরনপুর্বক নবায়ন করিতে হইবে।

৩৯। **অভ্যন্তরীণ নৌযানে সর্বনিম্ন নিরাপদনাবিক সংখ্যা** —(১) কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান উপধারা ২ অনুযায়ী নাবিক নিয়োগ ব্যতীত অভ্যন্তরীণ নৌ পথে চলাচল করিতে বা কোন কাজে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না।

(২ কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানে কোন গ্রেডের কতজন ইনল্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার মাস্টার ড্রাইভার এবং নাবিক থাকিবে তাহা মহাপরিচালক অফিসিয়াল গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নির্ধারন করিতে পারিবেন।

(৩) ২ নং উপধারায় জারিকৃত বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজনীয়তা হইতে মহাপরিচালক কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানকে অথবা যে কোন শ্রেণির নৌযানকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) ৩ নং উপধারায় প্রদত্ত অব্যাহতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অথবা এক বা একাধিক বিশেষ নৌ যাত্রার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে।

(৫) এই ধারায় যাহাই থাকুক না কেন মহাপরিচালক কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই ধারা শিথিল করিতে পারিবেন যদি

(ক) প্রতীয়মান হয় যে উল্লেখিত ব্যক্তি যে কাজের জন্য নিয়োজিত হইবেন সেইকাজে তিনি অভিজ্ঞ এবং দায়িত্ব পালনে সংগতভাবে যোগ্য এবং

(খ) মালিক কর্তৃক যথোপযুক্ত প্রচেষ্টা সত্বেও নিয়োগের জন্য উপযুক্ত সনদধারী কাউকে পাওয়া সম্ভব হয় নাই।

৬ ধারা ৪১ এর বিধান অনুযায়ী নাবিক নিবন্ধন কার্ড ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধারা ৩৮ এর বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত যোগ্যতার সনদ এবং ধারা ৪০ মোতাবেক নিদিষ্টকৃত প্রশিক্ষন ব্যতীত কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানে কোন মাস্টার ড্রাইভার বা অন্য কোন পদে কাউকে নিয়োগ করা যাইবে না।

৪০। অভ্যন্তরীণ নৌযানের নাবিকদের কর্মঘন্টা প্রশিক্ষন পোশাক পরিচয়পত্র ইত্যাদি— ১ মহাপরিচালক এই আইনের উদ্দেশ্য পুরনকল্পে অভ্যন্তরীন নৌযানের নাবিকদের নিবন্ধন কর্মঘন্টা প্রশিক্ষন পোষাক পরিচয়পত্র ব্যাক্তিগত নিরাপত্তা সরন্জাম নিরাপদ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সিষ্টেম ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সম্বলিত লিখিত আদেশ বিজ্ঞপ্তি ও সার্কুলার সময় সময় জারী করিতে পারিবেন।

২ এসকল আদেশ বি জ্ঞপ্তি ও সার্কুলারে সনাক্তকরন নম্বর জারীর তারিখ কার্যকারিতার তারিখ ও মেয়াদ সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে এবং সেথায় উল্লেখিত নির্দেশনা ও করনীয় সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথ ভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে।

৩ মহাপরিচালক এই বিধির আওতায় জারীকৃত সকল আদেশ বি জ্ঞপ্তি ও সার্কুলারের একটি হালনাগাদ তালিকা ও অনুলিপি সংরক্ষন করিবেন।

৪১ ।অভ্যন্তরীণ নৌযানে র নাবিক নিবন্ধন — ১ সকল অভ্যন্তরীণ নৌযানের নাবিকদের নিবন্ধনের নিমিত্তেমহাপরিচালক এই আইনের ধারা ৪০ এর ক্ষমতাবলে প্রধান পরিদর্শক অথবা অন্য কোন যোগ্য কর্মকর্তাকেঅভ্যন্তরীণ নৌযানের নাবিকদের নিবন্ধনের জন্য প্রধান নাবিক নিবন্ধক এর দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

২ নিবন্ধন বিহীন কোন নাবিককে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানে কোন পদে নিয়োগ করা যাইবেনা ।

৩ স্বয়ংক্রিয় পদ্বতিতে দেশের যেকোন স্থান হইতে এই নিবন্ধন সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবে।

৪ এই আইনের অধীন নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক নাবিক কর্তৃক নাবিক নিবন্ধকের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতেযথাযথ ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং আবেদপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজাদি ও তথ্যসমূহ সংযুক্ত করিতে হইবে যথা —

ক নাবিকের জাতীয় পরিচয় পত্রের অনুলিপি

খ নিবন্ধন ফি পরিশোধের চালানের কপি

গ যোগ্যতা সনদের অনুলিপি যদি থাকে

ঘ নিজ নামে রেজিস্ট্রি করা মোবাইল নম্বর।

৫ নাবিক নিবন্ধন রেজিষ্টারে নাবিকের তথ্য লিপিবদ্ধ করিবার পর নিবন্ধক একটি নিবন্ধন নম্বর সহ নাবিককে পাচ বছর মেয়াদে একটি নিবন্ধন র্কাড প্রদান করিবেন।

৬ মেয়াদান্তে এই নিবন্ধন র্কাড নবায়ন করিতে হইবে।

৭ এই নিবন্ধন র্কাডটি হারাইয়া পুড়িয়া অথবা যেকোন ভাবে নষ্ট হইয়া গেলে নির্ধারিত ফি গ্রহন র্পুবক পুনরায় প্রদান করা যাইবে।

৪২। **পরীক্ষক নিয়োগ** —মহাপরিচালক এই আইনের অধীন যোগ্যতার সনদ অর্জনে আগ্রহী ব্যক্তিগণের সকল ধরনের যোগ্যতা সনদ পরিক্ষা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরীক্ষক নিয়োগ বা পরিক্ষা বোর্ড গঠন করিতে এবং তাহাদের পারিশ্রমিক নির্ধারন করিতে পারিবে।

৪৩। **যোগ্যতা সনদ মঞ্জুর** —পরীক্ষক বা পরীক্ষা র্বোড কর্তৃক কোন প্রার্থীর পরীক্ষায় উর্ত্তীনএবং সন্তোষজনক আচরনের ভদ্রতা ও দক্ষতার প্রতিদেন পাওয়ার পর মহাপরিচালক বা তদকর্তৃক নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা উক্ত প্রার্থীর প্রার্থীত যোগ্যতার সনদ মঞ্জুর করিবে

তবে যদি সনদ জারীর পূর্বেমহাপরিচালক বা তদকর্তৃক নিয়োজিত কর্মকর্তার নিকট পরিক্ষক বা পরিক্ষার্বোড কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনটি ত্রুটির্পুন প্রতীয়মান হয় বা তাহা যথাযথ হয়নাই মর্মে সন্দেহের কোন কারন থাকে তবে তিনি প্রার্থীর আরও পরিক্ষা বা পুন পরিক্ষার আদেশ করিতে পারিবেন।

৪৪। **সনদ ও অনুলিপি প্রণয়ন ও অবৈধ সনদ** — ১ এই আইনের অধীন মঞ্জুরিকৃত কোন যোগ্যতার সনদ নির্ধারিত ফর্মে অনুলিপি সহ প্রণয়ন করিতে হইবে এবং সনদের একটি অভিহিত ব্যক্তিকে সরবরাহ ও অপরটি নির্ধারিত পদ্ধতিতে নথিভুক্ত ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

২ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত কোনযোগ্যতা সনদের অধিকারী না হইয়া কোন ব্যক্তি অবৈধ ভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে জালসনদ তৈরি বা ব্যবহার করিতে পারিবেনা বা বৈধ যোগ্যতার সনদে অননুমোদিতভাবে কোনরূপ পরিবর্তন সংযোজন বিয়োজন করিতে পারিবেনা বা অনুরুপ কোন কাজে সহায়তা করিতে পারিবেনা এবং এধরনের অবৈধ কার্যকলাপের তথ্য প্রমান পাওয়া মাত্র তাহা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে।

৪৫। **সনদ হানি** —এই আইনের অধীন মন্জুরকৃত কোন যোগ্যতা সনদের মেয়াদ থাকাকালীন উহা হারাইয়া গেলে বা ধ্বংস হইলে অথবা যে কোনভাবে ব্যবহার অনুযোগী হইয়া গেলে সনদধারী তা নিকটস্থ থানায় জেনারেল ডাইরী জিডি করিবেন এবং একটি জাতীয় পত্রিকায় এবিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন ও তার ৭ দিন পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট অবিকল কপি জারীর জন্য আবেদন করিবেন এবং সনদ মঞ্জুরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ সনদধারী ব্যক্তিকে সনদের একটি অবিকল কপি প্রদান করিবেন যাহামূল সনদের অনুরূপ কার্যকর হইবে।

৪৬। **সনদ স্থগিত ও বাতিলকরণ** — ১ মহাপরিচালক এই আইনের অধীন মঞ্জুরিকৃত কোন যোগ্যতা সনদ স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে যদি উক্ত সনদধারী ব্যক্তি—

ক এই আইনের অধীনে কোন অপরাধের জন্য অথবা জামিন অযোগ্য কোন অপরাধের জন্য সাজাপ্রাপ্ত হন অথবা

খ এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘনপূর্বক চলাচলকারী বা ব্যবহারকারীকোন অভ্যন্তরীণ নৌযানে দায়িত্ব পালন করেন অথবা

গ মহাপরিচালক কর্তৃক নিয়োগকৃত কোন চিকিৎসক দ্বারা দায়িত্ব পালনে শারীরিকভাবে অনুপযুক্ত বলিয়া প্রত্যয়িত হন অথবা

ঘ মহাপরিচালকের বিবেচনায় সনদে উল্লেখিত পদে দায়িত্ব পালনের অনুপযুক্ত পরিনত হইয়াছেন অথবা

ঙ এই আইনের অধীনবিচার তদন্ত বা অনুসন্ধানকারী কোন আদালত কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা বা বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ এই মর্মে প্রতিবেদন প্রদান করিয়াছেন যে—

অ কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের দুর্ঘটনা বা ডুবিয়া যাওয়া বা নৌযান পরিত্যাগ অথবা এইরূপ কোন নৌযানের ক্ষতি বা ক্ষয়ক্ষতি অথবা জানমালের কোন ক্ষতি বা ক্ষয়ক্ষতি বা দূষণ সনদধারী ব্যক্তির কোন দোষ বা অক্ষমতার কারনে সংঘটিত হইয়াছে অথবা

আ উক্ত ব্যক্তি যোগ্যতাহীন ছিল বা স্পষ্ট দায়িত্ব অবহেলা মত্ততা বা অসদাচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে।

তবে কোন ব্যক্তির সনদ তাঁহাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান ব্যতীত স্থগিত বা বাতিল করা যাইবে না এবং দফা ঙ তে উল্লিখিত ক্ষেত্রে তাঁহাকে আদালত কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তার প্রতিবেদনের একটি কপি প্রদান করিতে হইবে।

২ উপধারা ১ এর অধীন কোন যোগ্যতার সনদ স্থগিত বা বাতিল করা হইলে উক্তরূপ স্থগিত বা বাতিলের আদেশে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে তাহা ঐ ব্যাক্তির নিকট অর্পন করিতে হইবে

৩ সরকার বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা ভুক্তভোগী ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাহা বিবেচনাপুর্বক সনদ স্থগিত বা বাতিলের আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারিবে অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বা কোন কর্মকর্তা দ্বারা পরীক্ষা গ্রহণ পূর্বকতাহাকে একটি নুতন সনদ প্রদান করিতে পারিবে যা অন্যথায় উল্লেখ না থাকিলে বাতিল বা স্থগিতকৃত সনদের অনুরূপ কার্যকর হইবে।

৪৭।**নাবিকদের অদক্ষতা ও অসদাচরণের কারণে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত বিধান** —কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানে নিযুক্ত বা কর্তব্যরত বা নৌযানের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির অযোগ্যতা অদক্ষতা শৃঙ্খলা ভঙ্গ বা কর্তব্য অবহেলার কারণে যদি কোন নৌযান ডুবিয়া যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা উক্ত নৌযান বা অন্য কোন নৌযানের আরোহীর জীবনহানি বা অঙ্গহানি ঘটেতবে উহা এই আইনের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গন্য হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
নৌ দুর্ঘটনা তদন্ত বিচার আদালত গঠন ইত্যাদি

৪৮। **নৌ দুর্ঘটনা এবং উহার প্রতিবেদন প্রদান সংক্রান্ত বিধান** —১ একটি নৌ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যদি—

ক কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান হারাইয়া যায় ডুবিয়া যায় পরিত্যক্ত বা গুরুতররুপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়

খ কোন দুর্ঘটনার কারণে নৌযানের বা নৌযানে উপর কোন জানমালের বা পরিবেশের ক্ষয় ক্ষতি সাধিত হয় বা

গ কোন নৌযান অন্য কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের অথবা ঐ নৌযানে উপর কোন জানমালের বা পরিবেশের ক্ষয় ক্ষতি সাধন করে।

২ প্রত্যেক নৌ দুর্ঘটনা সংগঠিত হইবা মাত্রই এবং যদি ইহা সম্ভব না হয় দুর্ঘটনা সংগঠিত হইবার ২৪ চবিবশ ঘণ্টার মধ্যে উক্ত নৌযান বা একাধিক নৌযান জড়িত থাকার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নৌযানের মাস্টার বা মাস্টারের অনুপস্থিতি বা শারীরিক অক্ষমতার ফলে নৌযানের বা নৌযানসমূহের যে কোন নাবিক সদস্য বা নৌযানসমূহের যে কোন যাত্রী বা দুর্ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিকটবর্তী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকেবাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট নদী বন্দরের কর্মকর্তাকে দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে এবং দুর্ঘটনা সংগঠিত হইবার ২৪ চবিবশ ঘণ্টার মধ্যে নৌযানের মালিক বা তাঁহার প্রতিনিধি কর্তৃক দুর্ঘটনা সম্পর্কে নৌপরিবহন অধিদপ্তরকে ও বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করিতে হইবে ।

৩ উপধারা ২ এর অধীন কোন নৌ দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হইবার পর অথবা নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংবাদ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক যথাশীঘ্র সম্ভব তবে কোন অবস্থাতেই দুর্ঘটনার ১২ বারো ঘণ্টার অধিক পরে নহে দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে মহাপরিচালক এবং যে এলাকায় দুর্ঘটনা সংগঠিত হইয়াছে উক্ত এলাকার সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে।

৪৯। নৌ দুর্ঘটনার তদন্ত — ১ নৌ দুর্ঘটনা সম্পর্কে ধারা ৪৮ এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মহাপরিচালক অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসার যাহার এখতিয়ারাধীন এলাকায় নৌ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে তখন

ক মহাপরিচালক তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত নৌ দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা করিবেন এবং

খ উপজেলা নির্বাহী অফিসার দুর্ঘটনা সংক্রান্ত ঘটনা ও পরিস্থিতি বর্ণনাপূর্বক তাঁহার মতামত যদি থাকে সংবলিত প্রাথমিকতদন্ত প্রতিবেদন দুর্ঘটনার কারণ উল্লেখপূর্বক ৭ সাত দিনের মধ্যে সরকার এরএবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পেশ করিবেন

গ এই বিধির আওতায় পরিচালিত যে কোন দুর্ঘটনার তদন্ত নিরপেক্ষ ও নৌদুর্ঘটনা তদন্তের উপর প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত বোর্ড দ্বারা সম্পন্ন করিতে হইবে তবে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে নুন্যতম একজন বোর্ড সদস্য প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত হইতে হইবে এবং

ঘ সরকার উপধারা গ এর শতর্পু রন কল্পে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি স্থায়ী তদন্ত কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

২ উপধারা ১ এর অধীন তদন্ত পরিচালনাকারী ব্যক্তি বা বোর্ড —

ক সংশ্লিষ্ট নৌযানে আরোহণপূর্বক উহার যে কোন অংশ যন্ত্রপাতি অথবা অন্যান্য জিনিসপত্র পরিদর্শন করিতে পারিবেন

খ তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনে যে কোন স্থানে প্রবেশ এবং পরিদর্শন করিতে পারিবেন

গ দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বিষয়ে এবং পরিস্থিতি র জ্ঞান ও তথ্য সম্পর্কে অবহিত এইরূপ যে কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনে তলব এবং জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন এবং

ঘ তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনে কোন বইপত্র নথি এবং দলিলাদি তাহার নিকট উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৩ উপধারা ১ এর বিধান থাকা সত্ত্বেও ধারা ৪৮ এর উপধারা ৩ এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদন অথবা অন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য উৎস হইতে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া সরকার বা মহাপরিচালক এর নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে উক্ত দুর্ঘটনা র পিছনে গুরুত্বপুর্ন কারিগরী বা দায়িত্ব অবহেলা বা আ ত্মঘাতীমুলক বা অন্য কোন অপরাধমূলক অপরাধের কারন রহিয়াছে তবে

ক দুর্ঘটনার কারিগরী ও দায়িত্ব অবহেলা জনিত কারন নির্ণয়ের জন্য উপবিধি ১ ঘ এর শর্ত মোতাবেক একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবে যাহা দুর্ঘটনার কারন এবং এই আইনের কোন বিধান লংঘনের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকিলে উহা নির্ণয় পুর্বক সুপারিশ সহ সরকার বা মহাপরিচালকের নিকট পেশ করিবেন এবং অথবা

খ ঘটনার আ ত্মঘাতীমুলক ইচ্ছাকৃত অথবা অন্যকোন অপরাধমূলক কারণ নি র্ণয়ের জন্য পুলিশ প্রসাশনকে অবহিত করিবে।

৪ উপধারা ৩ এর অধীন কোন তদন্ত অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে উপধারা ১ এর অধীন কোন তদন্ত অনুষ্ঠিত হইবে না।

৫ নৌপরিবহন অধিদপ্তরের বিশেষ নৌ নিরাপত্তা অফিসার
উপবিধি ১ গ তে উল্লেখিত প্রশিক্ষন থাকা সাপেক্ষে এই ধারায় তদন্ত করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন।

৫০। **অপরাধসমূহের বিচার** — ১ ধারা ৪৮ এর উপধারা ১ বা ৩ অনুযায়ী প্রদত্ত প্রতিবেদন বিবেচনাপূর্বক সরকার যদি এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে এই আইনের কোন বিধানবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন আইন ভঙ্গ করিবার দরুন উক্তরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে এবং উহার শাস্তি হওয়া আবশ্যক তাহা হইলে সরকার তদন্তকারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা ধারা ৪৯ এর উপধারা ৩ ক বা ৫ অনুযায়ী তদন্তকারী কর্মকর্তা ও তদন্ত কমিটিকে বা মহাপরিচালকের পক্ষে কোন কর্মকর্তাকে প্রতিবেদনটি বিচারার্থে ধারা ৫১ এর অধীন গঠিত নৌ আদালতে পেশ করিতে বলিবে।

২ উপধারা ১ অনুযায়ী প্রদত্ত নির্দেশে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকিবে যথা

ক আইন লংঘনকারী ব্যক্তির নাম যাহাকে বিচারের জন্য সোর্পদ করা হইবে
খ আইন লংঘন সংশ্লিষ্ট অপরাধ সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকঅভিযোগ এবং
গ প্রত্যেক অভিযোগের স্বপক্ষে অভিপ্রেত সাক্ষীদের তালিকা

তবে শর্ত থাকে যে সাক্ষীগণের তালিকা পেশ করা সত্ত্বেও ধারা ৪৯ এর উপধারা ৩ ক এবং ৫ অনুযায়ী নিযুক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা অথবা প্রসিকিউশন কর্তৃক বিচারের পরবর্তী পর্যায়ে অতিরিক্ত সাক্ষীর তালিকা দাখিল করা যাইবে।

৩ কোন নৌ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইবার সংবাদ অবহিত হইবার পর ধারা ৪৯ মোতাবেক গঠিত কমিটি তদন্ত করিবেন ও তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর দুঘটনার কারনের সাথে এই আইন বা বিধি লংঘনের কোন সংশ্লিষ্টতা থাকিলে তাৎক্ষণিকভাবে মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা বাদী হয়ে নৌ আদালতে মামলা দায়ের করিবে এবং ঘটনার সাথে আত্মঘাতী বা সন্ত্রাস মুলক কার্যকলাপের কোন সংশ্লিষ্টতা থাকিলে তার দায়দায়িত্ব নির্ধারনের জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিশ প্রশাসনকে অবহিত করিবে।

৫১। **নৌ আদালতের গঠন ইত্যাদি** — ১ সরকার এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য বিধিবিধান সমুহের লংঘন বিচারের লক্ষ্যে একজন যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ এর সমমর্যাদাসম্পন্ন বিচারকের সমন্বয়ে এক বা একাধিক নৌআদালত গঠন করিতে পারিবে।

২ একাধিক আদালত গঠনের ক্ষেত্রে সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত আদালতসমূহের এখতিয়ার নির্ধারণ করিবে।

৩ এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিচারকারী প্রত্যেক নৌআদালতকে নূন্যতম দুইজন অথবা অনূর্ধ্ব চারজন এসেসর দ্বারা সহায়তা করিতে হইবে যাহাদের মধ্যে একজন নৌ বিষয়াদির উপর ওয়াকিবহাল হইতে হইবে এবং অন্যজনকে বা অন্যদেরকে অভ্যন্তরীণ জাহাজ চালনা অথবা বাণিজ্য অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়াদির উপর ওয়াকিবহাল হইতে হইবে।

৪ নৌ আদালতের প্রত্যেক এসেসরকেযথাযথ কারণে বিচারকের অনুমোদিত অনুপস্থিতি ছাড়া প্রতিটি প্রসিডিং এ আদালতে উপস্থিত থাকিয়া তাহার লিখিত মতামত প্রদান করিতে হইবে যাহা প্রসিডিং এ রেকর্ড রাখিতে হইবে।

৫ উপবিধি ১ ২ ৩ ও ৪ এ যাহাই থাকুকনা কেন সরকার এই আইনের ৭৩ ক ধারার লংঘনএই আইনে উল্লেখিত বিধান মোতাবেক এডমিনিষ্ট্রেটিভ জরিমানার মাধ্যমে দ্রুত কার্যকর করিবার জন্য বিদ্যমান আইনের বিধান সাপেক্ষে কোন সংস্থা বা ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

৫২। **নৌ আদালত যুগ্মজেলা ও দায়রা জজের ক্ষমতা সম্পন্ন হইবে** —নৌ আদালত ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮অনুযায়ীযুগ্ম জেলা ও দায়রা জজকে প্রদত্ত সমান ক্ষমতার অধিকারী হইবেন।

৫৩। **বিচার পদ্ধতি** —এই অধ্যায়ের অধীন বিচারকার্য পরিচালনায় ধারা ৫০ ১ এ উল্লেখিত আদালত যতদূর সম্ভব ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ এর সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্বতি অনুসরণ করিবে।

৫৪। **অযোগ্যতার অভিযোগ তদন্তের ক্ষমতা ইত্যাদি** — ১ এই অধ্যায়েরঅধীন বিচারকার্যে নিয়োজিত কোন আদালত বিচার চলাকালীন কোন মালিক মালিক প্রতিনিধি মাস্টার ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিন ড্রাইভার বা এই

আইনের অধীন কোন সনদধারী বা লাইসেন্সধারী ব্যক্তি র অদক্ষতা অসদাচরণ ভুল কার্য বা ব্যর্থতার বিষয়ে আনীত সাম্ভব্য কোন অভিযোগ তদন্ত করিতে পারিবে যাহা ঐ দুঘটনা ঘটিতে অবদান রাখিয়াছে।

২ উপধারা ১ এর অধীন অভিযোগ তদন্তের প্রয়োজনে আদালত কোন ব্যক্তিকে হাজির হওয়ার সমন জারি করিতে পারিবে এবং তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে বা অন্যথায় আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ প্রদান করিবে।

৫৫। **আদালতের বিশেষ ক্ষমতা** — ১ ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই অধ্যায়ের আওতায় যে কোন অপরাধের বিচারকার্য পরিচালনাকারী কোন আদালত ঐ অপরাধের জন্য এই আইনে উল্লিখিত যে কোন শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে।

২ যখন কোন নৌ দুর্ঘটনায় জানমালের ক্ষয় ক্ষতি সাধিত হয় বা কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিচারকার্যে নিয়োজিত আদালত নিশ্চিত হন যে উক্ত দুর্ঘটনা ও ক্ষয়ক্ষতি অন্য কোন নৌযান বা নৌযানের মালিক মাস্টার বা অন্য কোন নৌযান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা নাবিকের অমনোযোগিতা অদক্ষতা অসদাচরণ বা অপরাধে সংঘটিত হইয়াছে তাহা হইলে আদালত প্রয়োজনে উপধারা ১ এর বিধান বা উহার অন্যান্য ক্ষমতার ব্যত্যয় না ঘটাইয়া মালিক বা মাস্টার বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রত্যেককেই অনূর্ধ্ব ২ ০০ ০০০ দুই লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে। এবং ৩ তিন মাসের মধ্যে উক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ নিম্নবর্ণিত ভাবে পরিশোধের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যথা —

- ক জীবনহানির ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণকে
- খ কেহ আহত বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির ক্ষেত্রে আহত ব্যক্তি বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ সম্পত্তির মালিককে এবং
- গ অন্য নৌযান ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ক্ষেত্রে উক্ত নৌযানের মালিককে।

৩ উপধারা ২ এর অধীন প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের আদেশ উপযুক্ত এখতিয়ারসম্পন্ন দেওয়ানি আদালতের ডিক্রির অনুরূপ কার্যকর হইবে এবং ক্ষতিপূরণের টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হইলে আদালত প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট নৌযান বিক্রয় বা ক্রোক করিয়া ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করিতে পারিবে।

৫৬। **আদালত কর্তৃক সরকারের নিকট প্রতিবেদন প্রদান** —আদালত এইঅধ্যায়ের অধীন কোন বিচারকার্য সমাপ্তির পর মহাপরিচালক এবং সরকারের নিকট রেকর্ডকৃত মতামত বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রায়সহ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এসেসরের মতামত সহ প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

নৌযান ও যাত্রীদের সুরক্ষা

৫৭। **রুট পারমিট সময়সূচি ভাড়ার তালিকা এবং মুদ্রিত টিকেট ব্যতীত নৌ যাত্রা নিষিদ্ধ** —যাত্রী পরিবহনকারী কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহার করা যাইবেনা যদি—

- ক বিআইডব্লিউটিএ'র নিকট হইতে মঞ্জুরিকৃত রুট পারমিট সময়সূচি এবং অনুমোদিত ভাড়ার তালিকাপ্রাপ্ত না হয়

খ বরাদ্দকৃত নির্ধারিত রুট এবং উক্ত রুট পারমিটে উল্লিখিত শর্তাবলি অনুসরণকরা না হয়

গ বহনকৃত যাত্রী বা মালের ভাড়া বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ উল্লেখপূর্বক বিআইডব্লিউটিএ'র নমুনা অনুযায়ীছাপানো টিকেট বা রশিদ নির্ধারিত নিয়মে ইস্যু করানাহয় এবং

ঘ নৌ বন্দর বা লঞ্চঘাটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট নৌযাত্রার পূর্বেঘোষনাপত্র দাখিলকরা না হয়।

৫৮। **অনুমতি ব্যতীত বে ক্রসিং ও উপকূলীয় এলাকায় অভ্যন্তরীণ নৌযান চলাচল নিষিদ্ধ** —১ কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান নিবন্ধকের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে উপকুলীয় এলাকায় চলাচল বা বে ক্রস করে নৌযাত্রা করিতে পারিবেনা বা কোন সার্ভিসের জন্য ব্যবহার করা যাইবে না।

২ নিবন্ধক উপধারা ১ এর অধীন উপকূলীয় এলাকায় চলাচলের ও বে ক্রসিং এর জন্য এ উদ্দেশ্যে নির্ধারিত শর্তাদি ও পদ্বতি অনুযায়ী লিখিত অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে ।

৩ উপকূলীয় এলাকায় বা বে ক্রসিং করে চলাচলের অনুমতি ধারা ১৩ এর অধীন প্রদত্ত জরিপ সনদের মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

৪ সরকার অনূর্ধ্ব ৩ তিন মাসের জন্য কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানকে এই ধারার ক্রিয়াকলাপ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

৫ অভ্যন্তরীণ নৌযান উপকুলীয় এলাকায় চলাচলের প্রয়োজনে সরকার উক্ত এলাকাকে বছরের বিভিন্ন সময়ে শান্ত বা আংশিক শান্ত ঘোষনা করিতে পারিবে।

৫৯। **বেতার যোগাযোগ ও নেভিগেশন যন্ত্রপাতি ব্যতীত নৌ যাত্রা নিষিদ্ধ** —১ ১০০ একশত বা তদু র্ধ্ব যাত্রীবাহী এবং ২০০ দুইশত গ্রস টনের অধিক তৈল গ্যাস বা কেমিক্যাল বহনকারী সকল অভ্যন্তরীণ নৌযাননির্ধারিত বেতার যোগাযোগ ও নেভিগেশন সরন্জাম ও যন্ত্রপাতি নৌযানে আহরন ও স্থাপন ছাড়া কোন নৌযাত্রায় যাইতে পারিবেনা।

২ মহাপরিচালকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান যে নৌযাত্রায় নিয়োজিত রহিয়াছে উহার প্রকৃতি এইরূপ যে উক্ত নৌযাত্রায় বেতার যোগাযোগ ও নেভিগেশন সংক্রান্ত সরন্জাম ও যন্ত্রপাতি স্থাপন অযৌক্তিক বা অপ্রয়োজনীয় তাহা হইলে উক্ত অভ্যন্তরীণ নৌযানকে এই ধারার বিধি নিষেধ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

৬০। **ঝড়ের সংকেত থাকাবস্থায় নৌ যাত্রা নিষিদ্ধ** —আবহাওয়া অধিদপ্তর বা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত ঝড়ের বিপদ সংকেত প্রত্যেক নদী বন্দরেপ্রদর্শিত বা ঘোষিত হইবার পর অথবা যেখানে আকাশের অবস্থা বিবেচনায় ঝড়ের আশঙ্কা রহিয়াছে এইরূপ ক্ষেত্রে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান কোন নৌ যাত্রা করিবে না বা কোন কার্যে ব্যবহৃত হইবে না তবে দুর্ঘটনাকবলিত কোননৌযান উদ্বার বা জানমাল রক্ষার প্রয়োজনে নৌযাত্রার ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবেনা।

৬১। **দুর্ঘটনাকবলিত জাহাজকে সাহায্য প্রদান** —কোন নৌযান দুর্ঘটনা কবলিত হইলে উক্ত নৌযানের আশেপাশে দৃশ্যমান সকল নৌযানকে নিজ নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হইলেদুর্ঘটনাকবলিত নৌযানের সাহায্যের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে আগাইয়া যাইতে হইবে এবং উদ্ধার কার্যক্রমে অংশগ্রহন করিতে হইবে।

৬২। **নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা —১** নৌযান ডুবি অগ্নিকান্ড সংঘর্ষ বিস্ফোরণ ইত্যাদি দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও মোকাবিলার জন্য নির্ধারিত জীবন রক্ষাকারী যন্ত্রপাতি অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিতনা হইয়া এবং অগ্নিকান্ড বিষ্ফোরন সংঘর্ষ ও অন্যান্য দুর্ঘটনা রোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন ছাড়াকোন অভ্যন্তরীণ নৌযান বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবেনা।

২ প্রতিটি অভ্যন্তরীণ নৌযানে নিরাপদ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সিষ্টেম বাস্তবায়ন করিতে হইবে যা বাৎসরিক সার্ভের সময় পরিক্ষা করিতে হইবে এবং কোন নৌযানে নিরাপদ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সিষ্টেম যথাযথ পা ওয়া না গেলে সার্ভে সনদ জারী করা যাইবেনা

৩ নিরাপদ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সিষ্টেম এর আওতায় জীবন রক্ষাকারী যন্ত্রপাতি অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির মাসিক রক্ষনাবেক্ষনের দায়দায়িত্ব নির্ধারন সহ নিম্ন বর্নিত তথ্য প্রমান লিখিত ভাবে সংরক্ষন করিতে হইবে যথা

ক প্রতিমাসে জীবনরক্ষাকারী ওঅগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামইন্সপেকশনেরতথ্য
খ প্রতিমাসে জীবনরক্ষা ও অগ্নিনির্বাপন মহরার তথ্য
গ জরুরী অবস্থায় যোগাযোগের মাধ্যম কন্টাক্ট তালিকা
ঘ জানমাল ও পরিবেশ রক্ষায় জরুরী অবস্থা মোকাবেলার প্রস্তুতি
ঙ নৌযানের সার্বক্ষনিক নিরাপত্তা রক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থার তথ্য।

৪ প্রতিটি নৌযান কোম্পানিকে এককভাবে বা অন্য কোম্পানির সাথে যৌথ ভাবে অফিস ভিত্তিক নিরাপদ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সিষ্টেম স্থাপন করিতে হইবে যাহার আওতায় মালিক বা তাহার প্রতিনিধি নিয়মিত জাহাজ পরিদশন সহ নিম্ন বর্নিত তথ্য প্রমান লিখিত ভাবে সংরক্ষন করিবে যথা

ক নৌযানে কর্মরত নাবিকদের তালিকা ও তাহাদের যোগ্যতা সনদ নাবিক নিবন্ধন কার্ডের অনুলিপি
খ নৌযানের সার্ভে ও রেজিষ্ট্রেশন সনদের ওপ্রযোজ্য ক্ষেত্রে রুট পরমিটের হালনাগাদ অনুলিপি
গ নৌযান নিয়মিত পরিদর্শনের তথ্য ও প্রতিবেদন
ঘ নৌযান রক্ষনাবেক্ষনের তথ্য ও বিবরন সম্বলিত রেকর্ড ফাইল
ঙ যে কোন ধরনের জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় অফিস ভিত্তিক প্রস্তুতির তথ্য।

৫ নিরাপদ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সিষ্টেম এর বিষয়ে মহাপরিচালক বিধি ৪০ মোতাবেক সময় সময় নির্দেশনা জারী কারতে পারিবেন যাহা সংশ্লিষ্ট সকলকে মানিয়া চলিতে হইবে।

৬৩। **সংঘর্ষ ইত্যাদি এড়ানোর বিধান অনুসরণ** —১ প্রত্যেক অভ্যন্তরীণ নৌযান সকল সময় সংঘর্ষ প্রতিরোধমূলক দিক নিয়ন্ত্রক ও নেভিগেশন সম্পর্কিত নির্ধারিত বিধি বিধান অনুসরণ করিবে।

২ কোন নৌযান কর্তৃক বন্দর টার্মিনাল ল্যান্ডিং স্টেশন ঘাট পয়েন্টে স্থাপিত পন্টুন স্পাড গ্যাংওয়ে ও জেটিসহ অন্যান্য স্থাপনার ক্ষতি সাধন করা যাইবে না এবং এসকল স্থাপনার কোন ক্ষতি সাধন করা হইলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসাবে নৌযানের সার্ভে সার্টিফিকেট এবং সময়সূচী স্থগিত পূর্বক ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

৬৪। **বিপজ্জনক মালামাল পরিবহণ** —১ বিপজ্জনক মালামাল পরিবহনের জন্য নির্ধারিত শর্ত ও আর্ন্তজাতিক মেরিটাইম ডেন্জারাস গুডস কোড ও এর সময় সময় সংশোধিত বিধান সমুহ অনুসরণ এবং তদানুসারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতীত কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান কোনবিপজ্জনক মালামাল বহন করিতে পারিবে না।

২ কোন ব্যক্তি কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক বা মাস্টারের বিনা অনুমতিতে নৌযানে কোন বিপজ্জনক মালামাল বহন করিতে পারিবে না এবং প্যাকেট বা পাত্রের বাহিরে উক্ত মালামালের বর্ণনা ও প্রকৃতি স্পষ্টভাবে মার্কিং না থাকিলে এবং নৌবন্দর কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন বিপজ্জনক মালামাল বহন করিবার উদ্দেশ্যে কোন নৌযানে আরোহন করা যাইবে না।

৩ যদি কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক বা মাস্টার এই মর্মে সন্দেহ পোষণ করেন বা সন্দেহ পোষণ করিবার কারণ থাকে যে কোন লাগেজ বা পার্সেল যাহা নৌযানে নেওয়া হইয়াছে অথবা নৌযানে নামানো হইয়াছে উহার মধ্যে বিপজ্জনক মালামাল রহিয়াছে তাহা হইলে তিনি প্রয়োজন মনে করিলে

ক নৌযানে উহা বহন করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারিবেন

খ উক্ত লাগেজ বা পার্শ্বেলের জিনিসপত্র খুলিয়া দেখিতে পারিবেন এবং

গ যদি উহা পরিবহণের জন্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না উহার ভিতরের মালামাল সম্পর্কে নিশ্চিত হন ততক্ষণ পর্যন্ত উহার চালান বন্ধ রাখিতে পারিবেন।

৪ এই ধারার বিধান অমান্য করিয়া কোন বিপজ্জনক মালামাল নৌযানে বোঝাইকরা হইলে মালিক বা মাস্টার সংগত মনে করিলে উক্ত মালামালের প্যাকেট বা পাত্র নৌযান হইতে নামাইয়া দিতে পারিবেন বা ধ্বংস করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ কার্যের জন্য তাঁহারা কোন দেওয়ানি বা ফৌজদারী আদালতের নিকট দায়ী থাকিবেন না।

৫ কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানে কোন প্রকার বিপজ্জনক মালামাল বহন করা যাইবে না যদি উক্ত বিপজ্জনক মালামাল বহনের উপযুক্ত পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নৌযানে না থাকে এবং উহার মাষ্টার বিপজ্জনক মালামালের হেন্ডেলিং ও জরুরী অবস্থা মোকাবেলা সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষন গ্রহন না করেন।

৬৫। **নৌ পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ** —১ কোন ব্যক্তি বা সংস্থা মাছ ধরিবার জাল পাতিয়া বা যত্রতত্র নৌযান নোংগর করিয়া বা নদী ভরাট বা নদী খনন করিয়া বা নদীতে বাধ দিয়া বা নদীর তলদেশ বা উপর দিয়া ক্যাবেল টানিয়া বা ব্রীজ নির্মাণ করিয়া বা অন্য কোন উপায়ে অভ্যন্তরীণ নৌ পথে কোন নৌযান চলাচলে

বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারিবে না এবং নদীর প্রবাহমানতা ও নদীর তীর ক্ষতিগ্রস্ত হয় এরূপ কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে না।

২ কোন ব্যক্তি নৌচলাচলের পথে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক স্থাপিত পন্টুন জেটি বয়া বিকন বা এইরূপ যন্ত্রপাতি বা নেভিগেশনের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত চিহ্ন প্রত্যাহার বা খনন কাজে নিয়োজিত ড্রেজার ও সহায়ক জলযান বা যন্ত্রপাতি কোন ক্রমেই ক্ষতি বা ধ্বংস করিতে পারিবে না।

৩ উপবিধি ১ এ উল্লেখিত কোন কার্যক্রম গ্রহনের প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থাকে বিআইডব্লিউটিএ হইতে লিখিত অনুমতি গ্রহন করিতে হইবে যাহা বিআইডব্লিউটিএ সংশ্লিষ্ট নৌপথে নৌচলাচল আন্ডার কিল ক্লিয়ারেন্স ওভারহেড ক্লিয়ারেন্স ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া প্রদান করিবে।

৬৬। **যাত্রীবাহী নৌযানে অতিরিক্ত যাত্রী এবং উপরের ডেকে মালামাল বহন না করা ইত্যাদি** — ১ কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যাত্রী পরিবহণের কার্যে ব্যবহৃত হইলে উক্ত নৌযানে নিম্নবর্ণিত যাত্রী ও মালামাল বহন করা যাইবে না

ক জরিপ সনদপত্রে নির্ধারিত সংখ্যার অতিরিক্ত যাত্রী

খ মাস্টার ব্রীজেরছাদের উপরে কোন যাত্রী

গ উপরের ডেকে কোন মালামাল

ঘ যাত্রী নিরাপত্তা ও পরিবহণ সংক্রান্ত বিধান লংঘিত হয় এইরূপেযাত্রী বা মালামাল এবং

ঙ অননুমোদিত কোন স্থানে কোন যাত্রী বা মালামাল ।

২ কর্তৃপক্ষের পুর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন যাত্রীবাহী নৌযানে বন্দর জেটি বা পন্টুন হইতে গ্যাংওয়ে ব্যতীত অন্যকোন পথে বা নৌকাদিয়ে বা পাশ্ববর্তী নৌযান দিয়ে আরোহন বা অবতরন করা যাইবেনা অথবা এধরনের আরোহন বা অবতরনে সহায়তা করা যাইবেনা এবং নৌযানের মাষ্টার ও নাবিক কোষ্টগার্ড এবং নৌ পুলিশকে এধরনের কার্যক্রম প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবে।

৬৭। **পণ্যবাহী নৌযানে ঝুঁকিপূর্ণভাবে মালামাল বহন না করা** — ১ অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী পণ্যবাহী সকল নৌযানে নিধারিত ফ্রি বোর্ড মার্ক বা লোডলাইন চিন্হিত থাকিতে হইবে এবং ফ্রি বোর্ড মার্ক নিমজ্জিত করিয়া অতিরিক্ত মালামাল বহন করা যাইবে না অথবা এইরূপে মালামাল বোঝাই করা যাইবে না যাহাতে উক্ত নৌযান এবং নৌযানে অবস্থিত জানমাল বিপদাপন্ন হইতে পারে।

২ যে কোন অভ্যন্তরীণ মালবাহী নৌযান ট্যাংকার গ্যাস ট্যাংকার বা বার্জ কর্তৃকনিম্নবর্নিত কার্গো পরিবহনের সময় সংশোধিত সোলাস ৭৪ SOLAS 1974, as amended) এর চ্যাপটার VI ও VII এর বিধানসমুহ মানিয়া চলিতে হইবে

ক বাল্ক গ্রেইন কার্গো

খ অন্যান্য বাল্ক কার্গো

গ প্যাকেজ বা বাল্ক আকারে বিপদজনক মালামাল

ঘ বাল্ক লিকুইড ক্যামিকেল

ঙ বাল্ক লিকুইড গ্যাস

৬৮। **বীমা অথবা নৌ দুর্ঘটনা ট্রাষ্ট ফান্ডের সদস্য হওয়া ব্যতীত নৌযাত্রা নিষিদ্ধ —১** বাংলাদেশে জীবন বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত জীবন বীমা কোম্পানি কর্তৃক যাত্রী এবং নাবিকগণের জীবন বীমা না করিয়া অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে গঠিত নৌ দুর্ঘটনা ট্রা ষ্ট ফান্ডের সদস্য না হইয়া ৫০ জনের অধিক ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন কোনযাত্রীবাহী অভ্যন্তরীণ নৌযান নৌ যাত্রা করিতে পারিবে না।

২ ১০০ গ্রসটনের অধিক কোন অভ্যন্তরীণনৌযান বাংলাদেশে সাধারন বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত কোনবীমা কোম্পানিরনিকট হইতে দূষণ সংঘর্ষ এবংডুবন্তনৌযান বা ধ্বংসাবশেষ অপসারন এরদায় সংক্রান্ত বীমা না করিয়া অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কোন দায়বদ্বতার ট্রাষ্ট ফান্ড এর সদস্য না হইয়া চলাচল করিতে পারিবেনা এবং এই বীমার বা দায়বদ্বতার পরিমান হইবে নুন্যতম গ্রসটন প্রতি ১০০০০ দশ হাজার ইউনিট।

৬৯। **যাত্রী এবং মালের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ভাড়ার হার** —সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ অভ্যন্তরীণ নৌ পথে গন্তব্যস্থলের দূরত্ব ও নৌযানের শ্রেণি অনুযায়ী সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা

ক বিভিন্ন শ্রেণির যাত্রীদের মাইল প্রতি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ভাড়ার হার

খ যে কোন ধরনের মালামাল পরিবহণের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ভাড়ার হার এবং

গ যেখানে মালামাল ও যাত্রীর সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ভাড়ার হার নির্ধারন করা হইয়াছে সেখানে ভাড়া নির্ধারনে অভ্যন্তরীণ নৌপথের দুইটি স্থানের মধ্যে দুরত্ব কত বলিয়া গন্য হইয়াছেতাহা ঘোষণা করিতে পারিবে।

৭০। **যাত্রী ও মালামাল পরিবহণের ভাড়ার তালিকা প্রকাশ** — ১ সরকার বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নির্দেশনা প্রাপ্তির পর কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক জনগণের সুবিধার্থে উক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত একটি তালিকা প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিনিয়ত প্রকাশ করিবে যাহাতে –

ক নৌযানটির বিভিন্ন স্থান হইতে যাত্রার সময়সূচী
খ বিভিন্ন শ্রেণির যাত্রীদের বিভিন্ন স্থানে পরিবহণের ভাড়ার হার এবং
গ বিভিন্ন প্রকারের মালামাল বিভিন্ন স্থানে পরিবহণের জন্য ভাড়ার হার
প্রদর্শিত হইবে।

২ যে সকল অভ্যন্তরীণ নৌযানে উপধারা ১ এর বিধান অনুযায়ী তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মালিক বা মাস্টার উহার একটি কপি নৌযানের এমন প্রকাশ্য স্থানে সাঁটাইয়া রাখিবেন যাহাতে উহার মেয়াদ থাকাকালীন এবং নৌযানটি ব্যবহারকালীন উক্ত তালিকার বিষয়বস্তু সর্বসাধারণ সহজে পড়িতে পারেন।

৩ উপধারা ১ এর বিধান সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে জনসাধারণের নিকট টিকেট বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে একটি সমন্বিত ভাড়ার তালিকা প্রকাশ করিতে পারিবে এবং এইরূপ তালিকায় উপধারা ১ এর দফা ক খ এবং গ তে উল্লেখিত তথ্য থাকিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
অভ্যন্তরীণ নৌ পথকে দূষণ হইতে রক্ষা

৭১। অভ্যন্তরীণ নৌ পথের পরিবেশ দূষণ নিষিদ্ধ — ১ এই অধ্যায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলসীমায় অবস্থানকারী সকল ধরনের নৌযান নদীবন্দর ডকইয়ার্ড শিপইয়ার্ড স্লীপওয়ে বন্দর টার্মিনাল ডিপো তীর সংলগ্ন নৌসংশ্লিষ্ট স্থাপনা ভাসমান স্থাপনা ও অফসোর স্থাপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২ অভ্যন্তরীণ নৌ সীমায় অবস্থানকারী ও চলাচলকারী কোন ধরনের নৌযান ও তীর সংলগ্ন নৌসংশ্লিষ্ট স্থাপনা ভাসমান স্থাপনাও বন্দর নির্ধারিত সরন্জাম ও যন্ত্রপাতি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিষ্টেম ব্যতিরেকে কোন কার্যক্রম গ্রহনকরিতে পারিবে না এবং কোনকার্যক্রম এইরূপে পরিচালনা করা যাইবে না যাহাতে অভ্যন্তরীণ নৌপথের পরিবেশ দূষিত হইতে পারে।

৩ প্রতিটি নৌযানে দূষণ প্রতিরোধ সহায়ক নির্ধারিত সরন্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং উক্ত নৌযান সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং প্রতিটি অভ্যন্তরীণ নৌযানে প্রতি বছর জরিপের সময়দূষণ প্রতিরোধ সরন্জাম যন্ত্রপাতি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিষ্টেম যথাযথ পাওয়া না গেলে সার্ভে সনদ জারী করা যাইবেনা

৪ প্রতিটি অনুমোদিত বন্দরে দূষণ প্রতিরোধে নির্ধারিত বর্জ্য গ্রহন ও ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা ও দূষণ মোকাবেলার প্রস্তুতি থাকিতে হইবে এবং উহা নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে

৫ প্রতিটি তীর সংলগ্ন নৌসংশ্লিষ্ট স্থাপনায় দূষণ প্রতিরোধে নির্ধারিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা ও দূষণ মোকাবেলার প্রস্তুতি থাকিতে হইবে এবং এ সকল সংস্থাকে পরিবেশ মন্তণালয়ের ছাড়পত্র ও নৌপরিবহন অধিদপ্তর হইতে সন্তোষজনক ভাবে নির্ধারিত জরিপ সম্পন্নের পর প্রতি বছর দূষণ প্রতিরোধ সনদ গ্রহন করিতে হইবে

৬ প্রতিটি ভাসমান স্থাপনায়দূষণ প্রতিরোধে নির্ধারিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা ও দূষণ মোকাবেলার প্রস্তুতি থাকিতে হইবে

৭ নাবিকদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা সম্পন্ন সকল অভ্যন্তরীণ নৌযানে নৌপরিবহণ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত সুপেয় পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

৮ বন্দরে থাকা অবস্থায় কোন নৌযান হাইড্রোলিক হর্ণ ব্যবহার করিতে পারিবেনা।

৯ অভ্যন্তরীণ নৌসীমানায় কোন নৌযান হইতে বা তীরসংলগ্ন কোন স্থাপনা বা ভাসমান স্থাপনা হইতে নিম্নোক্ত বর্জ্যবা পদার্থ সমুহ নদীতে বা সংলগ্ন এলাকায় নির্গত বা নিক্ষেপ করা যাইবেনা

(ক) তৈল অথবা তৈলাক্ত পদার্থ

খ অপরিশোধিত পয়ঃমল

গ দুর্গন্ধযুক্ত পানি ও কিচেন গার্বেজ
ঘ যে কোন ধরনের প্লাস্টিক ব্যাগ বা বস্তু
ঙ যে কোন ধরনের টক্সিক পদার্থ
চ জলজ প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর যে কোন বস্তু
ছ পানির স্বাভাবিক গুনাগুন ও রং নষ্টকারী কোন পদার্থ
জ নৌযানের চিমনি বা অন্য কোন স্থান হইতে কালো ধুয়া
ঝ অনুজীব বা

তবে জানমাল রক্ষার প্রয়োজনে ও নৌযান উদ্ধারের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবেনা।

১০ অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী কোন এইচএফও বা ফার্নেস ওয়েলবা ভারী তেল বহনকারী পেট্রোলিয়াম ট্যাংকার কোন প্রকাররিফাইন্ড প্রডাক্ট বা অন্য কোন কার্গো বহন করিতে পারিবেনা।

১১ এই আইন জারীর পর সরকার বা তদকর্তৃক মনোনীত কোন কর্তৃপক্ষ ২০২২ সালের মধ্যে অভ্যন্তরীণ নৌপথে ট্যাংকার থেকে দূষণ রোধ কল্পে ২০০০ ডিডব্লিউটির অধিক ধারনক্ষমতা সম্পন্ন সিংগেল হাল বিশিষ্ট ভারী তেল বহনকারী এবং ৫০০০ ডিডব্লিউটির অধিক ধারনক্ষমতা সম্পন্ন সিংগেল হাল বিশিষ্ট হালকা তেল বহনকারী ট্যাংকার সমুহের চলাচল বন্ধের ব্যবস্থা করিবে।

৭২। **পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত রিপোর্ট** —অভ্যন্তরীণ নৌপথের কোথাও কোন দুষনের ঘটনা ঘটিলে তাহা দেখা মাত্র বা যে কোন বিশ্বস্ত সুত্রে জানা মাত্র ঘটনাস্থলে বা সংলগ্ন এলাকায় থাকা সকল নৌযান মাষ্টার নাবিক বন্দর কর্তৃপক্ষ নৌসংশ্লিষ্ট স্থাপনার লোকজনদূষণ মোকাবেলায় তরি ৎ ব্যবস্থা গ্রহন করিবে এবং কোষ্টগার্ড বিআইডব্লিউটিএ নৌপরিবহন অধিদপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করিবে।

সপ্তম অধ্যায়
অপরাধ ও দন্ড ইত্যাদি

৭৩। **বিভিন্ন দন্ডের শেণী বিভাগ** — এই আইনের আওতায় যে কোন ধারা লংঘনের জন্য অপরাধের গুরুত্ব বা মাত্রা ও ব্যাপ্তি বিবেচনা করে সর্বনিম্ন দন্ড থেকে সর্বোচ্চ দন্ড পর্যন্ত মোট পাঁচটি ধাপে দন্ড প্রদান করা যাইবে যথাঃ

ক সর্বনিম্ন দন্ড আদেশ নির্দেশ লংঘনের জন্য অর্নুধ ৫০ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডবা সনদ অনুমতি ইত্যাদি বাতিল বা উভয় দন্ড

খ দ্বিতীয় ধাপের দন্ড সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি বা ঝুকি সংক্রান্ত কোন বিধান লংঘনের জন্য অর্নুধ ১ বছর কারাদন্ড বা অর্নুধ ১ লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড

(গ) তৃতীয় ধাপের দন্ড পরিবেশ দূষণ বা ঝুকি সংক্রান্ত লংঘনের জন্য অর্নুধ ৩ বছর কারাদন্ড বা অর্নুধ ৩ লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড

ঘ চতুর্থ ধাপের দন্ড জীবনের ক্ষয়ক্ষতি বা ঝুকি সংক্রান্ত লংঘনের জন্য অর্নুধ ৪ বছর কারাদন্ড বা অর্নুধ ৩লক্ষ ইউনিট অর্থদণ্ড বা উভয় দন্ড

ঙ সর্বোচ্চ দন্ড জানমাল ও পরিবেশ দূষণ বাঝুকি সংক্রান্ত লংঘনের জন্য অর্নুধ ৫ বছর কারাদন্ড বা অর্নুধ ৩ লক্ষ ইউনিট অর্থদণ্ড বা উভয় দন্ড

চ আইনের অধীনে কোন ধারা ভংগের শাস্তি ২০হাজার ইউনিটের নিম্নে হইতে পারিবেনা।

৭৪। ধারা ১০ ৩৪ ৩৯ ৪০ ও ৬১ লংঘনের দন্ড — এই আইনের ধারা ১০, ৩৪, ৩৯, ৪০, ৬১, এর বিধান লংঘন করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অর্নুধ ৫০ হাজার ইউনিট অর্থদণ্ডবা সনদ অনুমতি ইত্যাদি বাতিল বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭৫। ধারা ১৪, ১৭, ২৩, ২৭, ২৮, ৪৬, ৪৮, ৬৪, ৬৫, ৬৯, ৭০ ও ৭২লংঘনের দন্ড — এই আইনের ধারা ১৪, ১৭, ২৩, ২৭, ২৮, ৪৬, ৪৮, ৬৫, ৬৯, ৭০, ৬৪, ৬৫, ৬৯, ৭০ ও ৭২ এর বিধান লংঘন করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অর্নুধ ১ বছর কারাদন্ড বা অর্নুধ ১ লক্ষ ইউনিট অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭৬। ধারা ৪৪ ৬৮ ও ৭১ লংঘনের দন্ড — এই আইনের ধারা ৪৪, ৬৮ ও ৭১ এর বিধান লংঘন করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অর্নুধ ৩বছর কারাদন্ড বা অর্নুধ ৩লক্ষ ইউনিট অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭৭। ধারা ৩ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬২ ৬৭ ৮৫ ৮৬ ও ৬৬লংঘনের দন্ড — এই আইনের ধারা ৩, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৭, ৮৫, ৮৬ ও ৬৬ এর বিধান লংঘন করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অর্নুধ ৪বছর কারাদন্ড বা অর্নুধ ৩ লক্ষ ইউনিট অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭৮। ধারা ৭ ৮ ৩০ ৬০ ও ৬৩লংঘনের দন্ড — এই আইনের ধারা ৭, ৮, ৩০, ৬০ ও ৬৩ এর বিধান লংঘন করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সর্বোচ্চ দন্ড হিসাবে অর্নুধ ৫বছর কারাদন্ড বা ৩ লক্ষ ইউনিট অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭৯ | **অন্যান্য ধারা এবং এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি লংঘনের দন্ড** — ১ কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীনে প্রণীত কোন বিধিমালা লংঘন করিলে এবং উক্ত লংঘনের জন্য এই আইনের অন্যত্র কোন শাস্তির বিধান না থাকিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অর্নুধ ১ বছর কারাদন্ড বা ১ লক্ষ ইউনিট অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২ এই আইনে কোন শাস্তির বিধান উল্লেখ নেই এইরুপ কোন ধারা লংঘন করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অর্নুধ ১ বছর কারাদন্ড বা ১লক্ষ ইউনিট অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৮০ | **কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন** — ১ কোন কোম্পানি কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানির এইরূপ প্রত্যেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ম্যানেজার সচিব অংশীদার কর্মকর্তা এবং কর্মচারী অথবা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে উক্ত অপরাধ তাঁহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

২ উপধারা ১ এ উল্লিখিত কোম্পানিবিধিবদ্ধ সংস্থা হইলে উক্ত উপধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানিকে আলাদাভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে

ব্যাখ্যা এই ধারায়—

ক 'কোম্পানি' অর্থ কোন বিধিবদ্ধ সংস্থা এবং কোন অংশীদারি কারবার সমিতি বা এক বা একাধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত কোন সংগঠনও অর্ন্তভুক্ত এবং

খ 'পরিচালক' অর্থে কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যও অন্তর্ভুক্ত ।

৮১ | **মোবাইল কোর্টের এখতিয়ার** — ১ এই আইনের অন্য কোন বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ ২০০৯ সালের ৫৯নং আইন এর তপসিলভুক্ত করিয়া বিচার করা যাইবে

২ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা ব্যতিরেকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা যাইবে না

৮২ | **সম্পত্তি ক্রোকের মাধ্যমে জরিমানা আদায়** —এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য কোন আদেশ প্রদান সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত জরিমানার অর্থ পরিশোধ না করিলে শাস্তি প্রদানকারী আদালত প্রয়োজনে উক্ত জরিমানার অর্থ সম্পত্তি ক্রোক এবং নৌযান বা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সাজ সরঞ্জাম বা ফার্নিচার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিক্রয় করিয়া জরিমানার অর্থ আদায়ের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে ।

অষ্টম অধ্যায়
বিবিধ

৮৩ | **আইনের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা** — ১ মহাপরিচালক কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানকে এই আইনের যে কোন বিধানের প্রয়োগ হইতে নিদৃষ্ট সময়ের জন্য অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে যদি এরুপ অব্যাহতি নৌ নিরাপত্তা ও দূষণ প্রতিরোধ বিঘ্নিত না করে ।

২ মহাপরিচালকএরলিখিতপূর্বানুমতিব্যতিরেকেকোন বিদেশী নৌযান বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন নৌ এলাকায় কোন যাত্রী বা মালামাল বহন বা অন্য কোন কাজে ব্যবহৃত হইতে পারিবেনা তবে বিশেষ ক্ষেত্রে মহাপরিচালক উপযুক্ত মনে করিলে তদকর্তৃক নিরুপিত শর্তসাপেক্ষেযেকোনবিদেশী নৌযানকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে কোন কাজে ব্যবহারের জন্যঅনুমতি প্রদানকরিতে পারিবে এবং উক্ত নৌযানকে অনুমতি পত্রে উল্লেখিতশর্ত মানিয়া চলিতে হইবে।

৮৪। **অভ্যন্তরীণ নৌযানের জরিপকারক ও নিবন্ধক সরকারি কমর্কতা হিসাবে এবংমাস্টারগন পাইলট হিসাবে গন্য হইবেন** —১ এই অধ্যাদেশ মোতাবেক নিযুক্ত প্রত্যেক সার্ভেয়ার জরিপকারক রেজিস্ট্রার নিবন্ধক এবং অন্যান্য অফিসার বাংলাদেশ দন্ডবিধি ১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইন অনুসারে সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন।

২ এইঅধ্যাদেশমোতাবেকমঞ্জুরীকৃতবৈধযোগ্যতাসনদপত্রধারীঅভ্যন্তরীণ নৌযানের প্রত্যেক মাস্টার বন্দর আইন ১৯০৮ ১৯০৮ সনের ১৫ নং আইন এর ধারা ৩০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত বন্দরে উক্ত নৌযানের পাইলট হিসাবে গণ্য হইবেন।

৮৫ | **নৌপথ ও পরিবহন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা** — ১ সরকার কোন নৌ পথে যাত্রী ও মালামাল চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং অভ্যন্তরীণ নৌযানের রুট নির্ধারণ অপরিহার্য মনে করিলে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে এ সংক্রান্ত নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ যে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক বা মাস্টারকে এই মর্মে লিখিত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে যে

ক উক্ত নৌযানটি আদেশে উল্লিখিত নির্দিষ্ট রুটে বা রুটসমূহে চলাচল করিবে এবং
খ নৌযানটি শুধুমাত্রউক্ত আদেশে উল্লিখিত পরিবহন কার্যে ব্যবহৃত হইবে।

৮৬ | **মালামাল উঠা নামার সুবিধাদি ইত্যাদি** — ১ সকল অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিক বা মাস্টার—

ক নৌযানে মালামাল বোঝাই পরিবহন ও খালাস ট্রান্সশিপমেন্ট সার্ভিস প্রদান কালে সকলকে যুক্তিসংগত সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করিতে হইবে এবং

খ এইরূপ সার্ভিস প্রদানের সময় ব্যক্তি বিশেষ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা মালামালের শ্রেণির মধ্যে কোন প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন করিতে পারিবেন না।

৮৭ | **আইনের বিধান পালন নিশ্চিতকরনে পরিদর্শনও মামলা সংক্রান্ত বিধান** — ১ মহাপরিচালক এই আইন এবং আইনের অধীন প্রণীত বিধি বিধানসমূহ যথাযথভাবে পালিত হইতেছে কি না তাহা নিশ্চিতকরনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপে নিয়োগপ্রাপ্ত পরিদর্শকগন

ক যেকোন অভ্যন্তরীণ নৌযানে যুক্তিসংগত সময়ে আরোহণ করিতে পারিবেন এবং উহার যেকোন অংশ যন্ত্রপাতি সরঞ্জামাদি মালামাল এবং যাত্রী পরিদর্শন করিতে পারিবে

খ উক্ত নৌযানটির নিবন্ধন সনদ যোগ্যতার সনদ রুট পারমিট ভাড়ার তালিকা পণ্য ভাড়ার তালিকা সময়সূচি এবং তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য দলিলপত্র দেখিতে বা দেখানোর জন্য বাধ্য করিতে পারিবে

গ নৌযানটির মালিক মাস্টার বা নৌযানে কর্তব্যরত অন্য কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদপূর্বক লিখিত জবানবন্দি গ্রহণ করিতে পারিবে

ঘ অভ্যন্তরীণ নৌযান অতিরিক্ত যাত্রী বা সঠিক উপায়ে বোঝাই কি না তা পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং

ঙ যে কোননৌসংশ্লিষ্ট স্থাপনা এই আইনের বিধান মোতাবেক পরিচালিত হইতেছে কি না তাহা নিশ্চিত করনে যে কোন যুক্তিসংগত সময়ে সেখানে প্রবেশ করিতে পারিবে।

২ কোনপরিদর্শক উপধারা ১ এর অধীন পরিদর্শনপূর্বক যদি মনে করেন যে এই আইনের আওতায় কোন অপরাধ করা হইয়াছে তাহা হইলে তিনি উক্তরূপ অপরাধ বিচার করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন নৌ আদালতের নিকট

লিখিতভাবে উক্ত বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ অভিযোগের ভিত্তিতে উক্ত আদালত অপরাধ আমলে নিতে পারিবে।

৮৮ । **অভ্যন্তরীণ নৌ যান ও নৌসংশ্লিষ্ট স্থাপনার ঝুঁকিপূর্ণকার্যক্রম স্থগিত সংক্রান্ত বিধান** —ধারা ৮৭ এর উপধারা ১ এর অধীন কোনপরিদর্শক কর্তৃককোন অভ্যন্তরীণ নৌযান বা নৌসংশ্লিষ্ট স্থাপনা পরিদর্শন পুর্বক যদি প্রতীয়মান হয় যে এই আইন বা আইনের অধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান লংঘন করা হইয়াছে যাহার ফলে সেখানে অবস্থিত জানমাল বা পরিবেশঝুঁকিপূর্ণ হইয়াছে তাহা হইলে তিনি অস্থায়িভাবে উক্ত নৌযানের চলাচল বা স্থাপনার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এই আইনের অনুসরন না করা পর্যন্ত স্থগিত রাখিবার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বরাবরে একটি স্থগিতাদেশ জারী করিবে এবং উহার প্রয়োগ নিশ্চিতকল্পে একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট নৌ পুলিশ দপ্তরে প্রেরন করিবে।

৮৯ । **নিবন্ধন সনদ অথবা জরিপকারকের সাময়িক চলাচলের অনুমতি সনদ ব্যতীত চলাচলকারী নৌ যান আটকের ক্ষমতা** — ১ ধারা ৮৭ এর অধীন নিয়োজিত কোনপরিদর্শকযদি এই মর্মে নিশ্চিত হন যে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের ধারা ২২ এর উপধারা ১ এর অধীন নিবন্ধন বা ধারা ১২ এর উপধারা ১ এর অধীন জরিপ সনদ বা ধারা ১৩ এর উপধারা ১ এর অধীন প্রয়োজনীয় অনুমতি পত্র বা ধারা ৫৭ এর উপধারা ক মোতাবেক নৌ রুটপারমিট সময়সূচী ভাড়াসূচি নৌযাত্রার ঘোষনা পত্রনাই তাহা হইলে তিনি উক্ত অভ্যন্তরীণ নৌযান আটক এবং বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবেন।

২ উপধারা ১ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন ধারা৮৭ এর অধীন নিয়োজিত কোন কর্মচারী যদি এই মর্মে নিশ্চিত হন যে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান ধারা ১৩ এর উপধারা ১ এর বিধান অনুযায়ী জরিপ সনদ এবং ধারা ৫৭ এর উপধারা ক এর বিধান অনুযায়ী নৌ রুটপারমিট ব্যতীত চলাচল করিতেছে তাহা হইলে তিনি উক্ত অভ্যন্তরীণ নৌযান আটক বা বাজেয়াপ্ত করিবার পরিবর্তে নিবন্ধন সনদ এবং মাস্টার ও ড্রাইভারের যোগ্যতা সনদ বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন এবং এতদসংক্রান্ত একটি বাজেয়াপ্তকরনপত্র জারি করিবেন।

৩ আটককৃত এবং বাজেয়াপ্ত কৃতকোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের মালিককে আটকের এবং বাজেয়াপ্তকরনের তারিখ হইতে ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া না গেলে যুক্তিসংগত তদন্তের পর উক্ত নৌযান সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে জনসম্মুখে নিলাম করা যাইবে ।

৯০। **আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নৌ পুলিশ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সহায়তা গ্রহণ** — মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি অথবা এই আইনের বিধান অনুসারে নিয়োজিত কোনপরিদর্শকএই আইনের অধীন কোন কার্য সম্পাদন বা ক্ষমতা প্রয়োগকালে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নৌ পুলিশ বা বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ অনুরোধ পাইবার পর নৌ পুলিশ বা কর্তৃপক্ষ আবশ্যিকভাবে সহায়তা প্রদান করিবে।

৯১। **ক্ষমতা অর্পণ** —সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের কোন বিধান প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার বা মহাপরিচালকের ক্ষমতা কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করিতে পারিবে।

৯২।**বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা** — ১ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মহাপরিচালক সরকারের অনুমোদনক্রমে গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২ উপধারা ১ এ প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করা যাইবে যথা

১ জরিপ কার্য সম্পন্নের সময় স্থান ও পদ্ধতি নির্ধারণ
২ জরিপকারকের কর্মপরিধি এবং একাধিক জরিপকারকের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের কর্মপরিধি নির্ধারণ
৩ কোন অভ্যন্তরীণ নৌযানের ফ্রি বোর্ড ডেকের অবস্থান নির্ণয় করিবার এবং নৌযানের দুইপাশে 'ফ্রি বোর্ড লাইন' দ্বারা উক্ত ডেকের অবস্থান চিহ্নিত করিবার পদ্ধতি নির্ধারণ
৪ জরিপকারকের ঘোষণাপত্র জরিপ সনদপত্র এবং নিবন্ধন সনদ প্রস্তুত করিবার ফরম এবং উহার বিবরণীসমূহের প্রকৃতি নির্ধারণ
৫ স্থানভেদে জরিপ ও নিবন্ধনকরণ এবং জরিপ ও নিবন্ধন ফি এর হার নির্ধারণ
৬ যে সকল ক্ষেত্রে জরিপ বা নিবন্ধন বাদ দেওয়া যাইতে পারে উহা নির্ধারণ
৭ মাস্টার ও ড্রাইভারদের শ্রেণিবিভাগ নির্ধারণ
৮ যোগ্যতা সনদের জন্য পাঠ্যসূচি ও পরীক্ষা পাঠক্রম এবং ব্যাবহারিক পরীক্ষা
৯ যোগ্যতা সনদ লাভ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের পরীক্ষা গ্রহণের সময় স্থান ও পদ্ধতি এবং উক্ত পরীক্ষার ফি এর হার নির্ধারণ
১০ যোগ্যতা সনদ লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নির্ধারণ
১১ চাকুরির সনদ মঞ্জুরি নিয়ন্ত্রণ এবং উহার জন্য প্রদেয় ফি এর হার নির্ধারণ
১২ ধারা ৩৮ এর অধীন সনদ মঞ্জুর নবায়ন নিয়ন্ত্রণ এবং উহার জন্য প্রদেয় ফি এর হার নির্ধারণ
১৩ সনদ মঞ্জুরের ফরম এবং কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ এবং যে পদ্ধতিতে উহার তথ্য সংরক্ষিত থাকিবে তাহা নির্ধারণ
১৪ অভ্যন্তরীণ নৌযানে বিপজ্জনক মালামাল বহনের পদ্ধতি ও শর্ত নির্ধারণ
১৫ অভ্যন্তরীণ নৌযানে বিস্ফোরক এবং অগ্নিকান্ড প্রতিরোধে গৃহীতব্য পদক্ষেপ ও সতর্কতা নির্ধারণ
১৬ অভ্যন্তরীণ নৌযানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি সংক্রান্ত বিধান
১৭ অভ্যন্তরীণ নৌযানে বাতি বহন ও প্রদর্শন এবং শাব্দিক ও দৃশ্যমান সংকেত সৃষ্টি সংক্রান্ত বিধান
১৮ অভ্যন্তরীণ নৌ পথে চলাচলকারী যে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান বা পোত কর্তৃক বাতি বা অন্যান্য সংকেত বহন ও প্রদর্শণ সংক্রান্ত বিধান
১৯ অভ্যন্তরীণ নৌযান কর্তৃক পালনীয় সংঘর্ষ প্রতিরোধ স্টিয়ারিং ও সেইলিং সংক্রান্ত বিধান
২০ কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান কর্তৃক অন্য কোন নৌযান টানা বা ঠেলা সংক্রান্ত বিধান
২১ নির্ধারিত স্থানসমূহে কোন অভ্যন্তরীণ নৌযান চলাচলের গতিমাত্রা নির্ধারণ
২২ নৌযান জীবন এবং সম্পত্তির নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে অত্যাবশ্যকীয় সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত বিধান
২৩ অন্য কোন নৌযান এবং ক্ষুদ্র নৌযানের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি রোধকল্পে বা নৌ চলাচলের সুবিধার জন্য স্থাপিত সংকেত ও নিশানসমূহের বা নদীর তীর নাব্য খাল বা নদীর তীর বা নাব্য খাড়ির কোন সম্পদের ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্যে নৌচলাচল নিয়ন্ত্রণ

২৪ অভ্যন্তরীণ নৌযানে যাত্রী পরিবহণ ও যাত্রীদের করণীয় নির্ধারণ

২৫ অভ্যন্তরীণ নৌযানে যে সকল কারণ ও পরিস্থিতিতে যাত্রীদের প্রবেশ প্রত্যাখান এবং নৌযান পরিত্যাগের প্রয়োজন তাহা নির্ধারণ

২৬ যাত্রীদের বিনামূল্যে সুপেয়খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ

২৭ অভ্যন্তরীণ নৌ পথের এবং নৌযানের যাত্রীদের সুবিধাবাদি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে দূষণ প্রতিরোধ প্রস্রাব পায়খানাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থাকরণ

২৮ মহিলা ও শিশুদের জন্য আলাদা স্থান সংকুলান করিবার ব্যবস্থাকরণ

২৯ যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ ভাড়া প্রদানের টিকিট ইস্যুকরণ ও রশিদ প্রদর্শনের ব্যবস্থাকরণ

৩০ যাত্রীদের নিকট ইস্যুকৃত টিকিটের মুদ্রণ বা অন্যভাবে মূল্য নিরূপনের ব্যবস্থাকরণ

৩১ অভ্যন্তরীণ নৌযানে কোন আইন ভঙ্গকারী বা অবমাননাকারী ব্যক্তির বহিষ্কার বা গ্রেফতার সংক্রান্ত বিধান

৩২ ধারা ৮৫ এর অধীন অভিযোগ তৈরি সনদ বা অন্যান্য দলিলপত্র উত্থাপন এবং অভ্যন্তরীণ নৌযান পরিদর্শন ও আটককরণ

৩৩ অভ্যন্তরীণ নৌযানের সার্ভে এবং নিবন্ধনের লক্ষ্যে ক্লাসিফিকেশন সোসাইটির কার্যাবলি দায় দায়িত্ব জবাবদিহি নিয়ন্ত্রণ ও ফি নির্ধারণ সংক্রান্ত বিধান

৩৪ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ

৩৫ নৌবন্দর কর্তৃক নৌযানের বর্জ্য গ্রহন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধান

৩৬ নদীতীরে স্থাপিত নৌসংশ্লিষ্ট স্থাপনা কর্তৃক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধান

৩৭ অভ্যন্তরীণ নৌযান নাবিকদের নিবন্ধন সংক্রান্ত বিধান

৩৮ উপকূলীয় অন্চলে চলাচল ও বে ক্রসিং সংক্রান্ত বিধান

৩৯ নৌযান কর্তৃক নৌ পরিবেশ দুষণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিধান

৪০ অভ্যন্তরীণ নৌযান কর্তৃক নুন্যতম সংখ্যক নাবিক নিয়োগ সংক্রান্ত বিধান

৪১ অভ্যন্তরীন নৌযানে ডেক কার্গো সহ কন্টেইনার ও অন্যান্য কার্গো সিকিউরিং সংক্রান্ত বিধান

৪১ গ্যাস ট্যাংকার এলএনজি এলপিজি সংক্রান্ত বিধান এবং

৪২ সিএনজি ব্যাটারী বা সোলার পাওয়ার দ্বারা পরিচালিত নৌযান সংক্রান্ত বিধান।

৯৩ | **রহিতকরণ ও হেফাজত** — ১

অতঃপর উক্ত বলিয়া উল্লিখিত এতদ্বারা রহিত করা হইল।

২ উপধারা ১ এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত এর অধীন—

ক কৃত কোন কার্য গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা সূচিত কোন কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে

খ প্রণীত কোন বিধি জারিকৃত কোন প্রজ্ঞাপন প্রদত্ত কোন আদেশ নির্দেশ অনুমোদন সুপারিশ অব্যাহতি উক্তরূপ রহিতের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিলে এই আইনের কোন বিধানের সহিত অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে এই আইনের অনুরূপ বিধানের অধীন প্রণীত জারিকৃত প্রদত্ত এবং অনুমোদিত বলিয়া গণ্য হইবে এবং মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা এই আইনের অধীন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে

গ ইস্যুকৃত সনদ মঞ্জুরিকৃত লাইসেন্স বা অন্যান্য দলিলপত্র এই আইনের বিধানানুসারে ইস্যুকৃত মঞ্জুরিকৃত বা প্রস্তুতকৃত বলিয়া গণ্য হইবে

ঘ নিযুক্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ এই আইনের বিধানানুসারে নিযুক্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে

ঙ দায়েরকৃত কোন মামলা গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা সূচিত কোন কার্যধারা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে এবং

চ সম্পাদিত কোন চুক্তি দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্ট এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন সম্পাদিত হইয়াছে।

৯৪। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ** — ১ এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

২ বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।